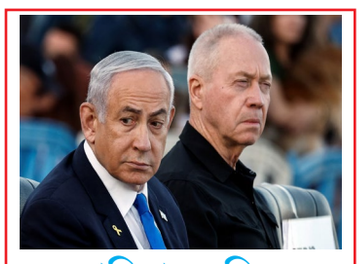

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

সারে-জমিন

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

রূপসী বাংলা

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলেও কি 'লক্ষ্মী' লাভেরই ম্যাজিক?

সম্পাদকীয়

ছেলের ঋণ শোধ করতে বাধ্য করার চাপে আত্মঘাতী বাবা

সাধারণ

আইপিএল নিলামে এবার রেকর্ড ২৫ কোটি টাকা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২২ নভেম্বর, ২০২৪
৭ অগ্রহায়ন ১৪৩১
১৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 315 ■ Daily APONZONE ■ 22 November 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জুম্মার খুতবার জন্য অনুমতি নিতে হবে ছত্তিশগড়ে!

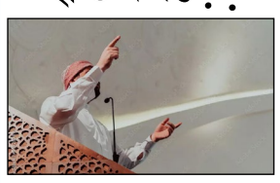

আপনজন ডেস্ক: দেশজুড়ে যখন কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিল নিয়ে বিতর্কের মধ্যে ছত্তিশগড় ওয়াকফ বোর্ডে মসজিদের ইমামদের সরকারের কাছ থেকে শুক্রবারের খুতবার আগাম অনুমোদন নিতে হবে বলে আদেশ জারি করেছে।

এ ব্যাপারে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড প্রতিবাদ করে বলেছে, এই নির্দেশ 'সম্পূর্ণ ভুল। ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী এবং অগ্রহণযোগ্য। পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেছেন, ওয়াকফ বোর্ড তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওয়াকফ বোর্ডের কাজ ওয়াকফ সম্পত্তির উপর নজরদারি ও সুরক্ষা দেওয়া। জুমার খুতবায় ইমাম-আলেমরা কী বলেন তা বলা ওয়াকফ বোর্ডের কাজ নয়। ওয়াকফ বোর্ডকে ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

আদানির গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল মার্কিন আদালত

গৌতম আদানিকে গ্রেফতারের দাবি রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: ভারতের শীর্ষ ধনী আদানি গ্রুপের চেয়ারপারসন গৌতম আদানি ও তার ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে আমেরিকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। মার্কিন কৌঁসুলিরা এসব গ্রেফতারি পরোয়ানা বিদেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনা করছেন বলে আদালত সূত্র উল্লেখ্য করে সংবাদসংস্থা জানিয়েছে।

এর আগে বুধবার আমেরিকার নিউইয়র্কের ফেডারেল কৌঁসুলিরা গৌতম আদানি ও তার কয়েকজন সহযোগীকে ঘুষ ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এরপরই গৌতম আদানি ও তার ভাইপোর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সাগর আদানি গ্রুপের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আদানি গ্রিনের পরিচালক। তা ছাড়া বর্তমানে তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির 'কৌশলগত ও আর্থিক বিষয়গুলো' তদারকি করেন।

বুধবার অভিযোগে বলা হয়েছিল, গৌতম আদানি ও তার সহযোগীরা ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা বিনিয়োগকারীদের কাছে এ বিষয়ে

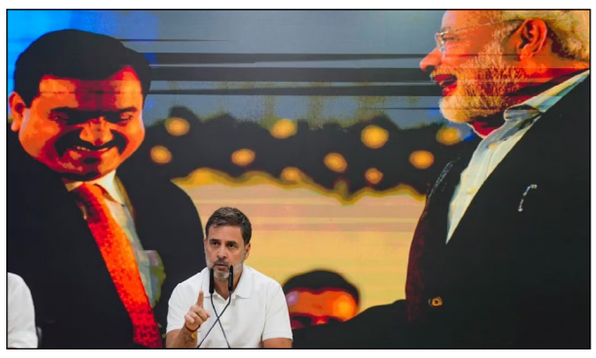

মিথ্যা বলেছিলেন।

মার্কিন অ্যাটর্নির নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের দফতর এক বিবৃতিতে গৌতম আদানিসহ অন্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করার তথ্য জানিয়েছে।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় কৌঁসুলিরা বলেছেন, আসামিরা ভারতীয় কর্মকর্তাদের প্রায় ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার ঘুষ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। বিনিময়ে তাদের ২০ বছরের মেয়াদে এমন কিছু প্রকল্পের কাজ দেওয়ার কথা ছিল, যেখান থেকে প্রায় ২০০ কোটি ডলার মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তা ছাড়া এসব ঘুষের বিনিময়ে আদানি গ্রুপকে ভারতে সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির কাজ দিতেও সম্মত হয়েছিলেন অভিযুক্ত ভারতীয় কর্মকর্তারা। এক বিবৃতিতে আদানি গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের কৌঁসুলিদের অভিযোগ 'ভিত্তিহীন' বলে অস্বীকার করেছেন। পাশাপাশি তারা 'সম্ভাব্য সব আইনি ব্যবস্থা' গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বুধবার গভীর রাতে আমেরিকা থেকে আদানিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবর আসার পর বৃহস্পতিবারই রাহুল কংগ্রেসের সদর দফতরে সংবাদ সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলন রাহুল বলেন, আদানির হয়ে আগাগোড়া তাঁবেদারি করে চলা ও দুর্নীতির সঙ্গী ভারতের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সেবি'-এর প্রধান মাধবী পুরী বুচের বিরুদ্ধেও দ্রুত তদন্ত শুরু করা দরকার।

রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও গৌতম আদানি দুজনেই দুর্নীতিগ্রস্ত। এখনই আদানিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। কিন্তু আদানিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা মোদির নেই। কারণ, তিনি নিজেই রয়েছেন আদানির নিয়ন্ত্রণে। রাহুল বলেন, আদানিকে সব সময় সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন নরেন্দ্র মোদিই।

নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি অফিস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে গৌতম আদানিসহ অন্য কয়েকজনকে কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগ, এক সৌর শক্তি প্রকল্প পেতে ভারতীয় সরকারি কর্তাদের তারা ২ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। গৌতম আদানি ছাড়াও ঘুষকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁর ভাইপো সাগর আদানি। আর আছেন আদানি গ্রিণ এনার্জি লিমিটেডের সিইও বিনীত জৈন, রঞ্জিত গুপ্ত, রুপেশ আগরওয়াল, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের নাগরিক সিরিল ক্যাবানেস, সৌরভ আগরওয়াল ও দীপক মালহোত্রা।

কোটিরও বেশি কৃষককে অর্থ সাহায্য দেওয়া শুরু আজ থেকে

আপনজন ডেস্ক: কৃষকদের জন্য বড় সুখবরের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে এবার বিরাট অর্থ বরাদ্দ করা হল। বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের সহায়তায় বিপুল অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন। এদিনই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষি বিপননমন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ২০২৪-২০২৫ রবি মরশুমের জন্য কৃষকবন্ধু নতুন প্রকল্পে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার কৃষককে মোট ২ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের সূচনা করা হল। তাদের এই অর্থ শুক্রবার থেকে তাদের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'চলতি বছরেই শুধুমাত্র কৃষকবন্ধু নতুন প্রকল্পে বাংলার কৃষকদের মোট ৫ হাজার ৮৫৯ কোটি টাকা সহয়তা দেওয়া হল।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, '২০১৯ সাল থেকে বাংলার কৃষক, বর্গাদার, ভাগচাষীদের ২১ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হল। রাজ্যের টাকা, কেন্দ্রের ১ পয়সা নেই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে কৃষকদের ফলের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী অর্থ বরাদ্দের কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রী শস্য বিমার আওতায় তাদেরকে

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোণা করেন। ২০১৯ সাল থেকেই এই ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে আছে রাজ্য সরকার। এ সম্পর্কে মমতা বলেন, শস্য বীমা প্রকল্পে ১ কোটি ২ লক্ষ কৃষককে আরও ৩ হাজার ২২১ কোটি টাকা সহায়তা করা হয়েছে। বন্যা, দানার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলার শস্য বীমা করার সময় নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে। রাজ্যে ক্যাম্পও করা হয়েছে। প্রায় ৬৫ লক্ষ কৃষক নাম লিখিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার এব্যাপারে ইঙ্গিত মিলেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর এক পোস্ট থেকে। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছিলেন, আমরা ১৯৭ কোটি টাকা ছাড়ছি। ২ লাখ ৪৬ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক যারা বৃষ্টির ঘাটতির জন্য ধান বুনতে পারেননি তাদের সহায়তা করবে সরকার। এটা বাংলা শস্য বিমার আওতায় দেওয়া হবে।

অন্য দিকে, আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলার আলু ভিন রাজ্যে বিক্রি করে দেওয়ার ফলে আলুর দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এই রাজ্যে। তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'বাংলার আলু বাইরে চলে যাওয়ার ফলে বাংলার আলুর দাম বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমার নিজের রাজ্যের মানুষ খেয়ে যদি তারপর থাকে তাহলে বিক্রি করো।'

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শস্য বিমার টাকা পাবেন কৃষকরা, আর তারপরেও আলু ভিন রাজ্যে চলে যাবে এটা হতে পারে না। তবে, শুক্রবার থেকে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে কৃষকদের অ্যাকেউন্টে টাকা পাঠানোর খবরে রাজ্যের চাষি মহলে খুশির জোয়ার বলে জানা যাচ্ছে।

ওয়াকফ বিল নিয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত, স্পিকারের সিদ্ধান্তকেই মেনে নেবে জেপিসি: জগদম্বিকা

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বিরোধী সদস্যদের দাবির মধ্যে বৃহস্পতিবার জেপিসি চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল বলেছেন, তাদের রিপোর্ট প্রস্তুত রয়েছে এবং তারা এ বিষয়ে ক্লজ-বাই-ক্লজ আলোচনা করবেন। জগদম্বিকা পাল বলেন, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এই বিলটি জেপিসিতে পাঠিয়েছেন, তাই তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তারাও তাই করবে।

জেপিসি চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের রিপোর্ট প্রস্তুত এবং আমরা এটি নিয়ে ক্লজ-বাই-ক্লজ আলোচনা করব। এখানকার বিরোধীরাও এটা বলছিল (জেপিসির মেয়াদ বাড়ানোর দাবিতে) যে কোনও সদস্য বা বিরোধী দল স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। ওরা (বিরোধীরা) জেপিসির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। স্পিকার এই বিলটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তাই তিনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরাও তাই করব।

জেপিসি চেয়ারম্যান জানান, বৃহস্পতিবার সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের সঙ্গে প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়েছে।

তিনি বলেন, আজ ওয়াকফের জেপিসি-র বৈঠকে আমরা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রককে ডেকেছিলাম। ৬ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তারা ক্লজ বাই ক্লজ আলোচনা করেন। এর আগেও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক বৈঠক করেছে। পাঁচটি বৈঠকে এই সংশোধনী নিয়ে ২৯ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনা হয়েছে, যেখানে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল তাঁদের সমস্যা শুনতে রাজি নন এবং কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করার জন্য তাড়াহুড়ো করছেন বলে অভিযোগ করে

কয়েকজন বিরোধী সাংসদ স্পিকার ওম বিড়লার কাছে গিয়ে যৌথ কমিটির সময় বাড়ানোর আবেদন করেন। সূত্রের খবর, সোমবার বিড়লার সঙ্গে দেখা করে মেয়াদ বাড়ানোর দাবি তুলতে পারেন সমস্ত বিরোধী সাংসদরা।

জগদম্বিকা পাল স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত এবং তিনি সময়মতো সংসদে এটি পেশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংসদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী, শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনে কমিটিকে তার রিপোর্ট জমা দিতে হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার জগদম্বিকা পাল জানিয়েছেন যে কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত এবং তারা সময়মতো এটি হাউসে জমা দেবেন।

বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন এনেক্সে জাপার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাপস পাল বলেন, 'এটাই শেষ বৈঠক নয়। সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর পেলে প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে তাদের মতামত নেওয়া হবে এবং একটি ঐকমত্য গঠন করা হবে। আমাদের প্রতিবেদন প্রস্তুত রয়েছে এবং কমিটি সময়মতো প্রতিবেদন জমা দেবে।

২৫ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে জেপিসি কমিটি এই বিলের উপর তাদের প্রতিবেদন হাউসে উপস্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জেপিসির প্রচেষ্টা ওয়াকফ আইনের সংস্কার এবং সম্প্রদায়ের বৃহত্তর কল্যাণে ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি বৃহত্তর জাতীয় উদ্যোগের অংশ। চলতি বছরের ২২ আগস্ট থেকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৪ নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি ২৫টি বৈঠক করেছে। জেপিসি ছয়টি মন্ত্রণালয়ের কাজ পর্যালোচনা করেছে এবং প্রায় ১৯৫টি সংস্থা আসতে চেয়েছিল তবে সারা দেশে ১৪৬ টি শোনা গেছে। এছাড়াও ওয়াকফ বিল নিয়ে সচিবালয় থেকে প্রায় ৯৫ লাখ ৮৬ হাজার পরামর্শ পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ দীর্ঘদিন ধরে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও দখলদারিত্বের অভিযোগ রয়েছে।

প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ -এ যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মধ্যে হল ওয়াকফ বোর্ডে হিন্দু প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে, ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তির দেখভালে থাকবেন জেলা কালেক্টর, কেউ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে পাঁচ বছরের আগে ওয়াকফ করতে পারবে না প্রভৃতি। এ নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ইনপুট সংগ্রহের জন্য একাধিক বৈঠক করছে জেপিসি।

বাংলা থেকে গোমাংস নিয়ে রফতানির দায়ে ধৃত হিমঘর মালিক যোশী

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ থেকে গরুর মাংস এনে তা মহিষের মাংস হিসেবে রফতানির অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪ কোটি টাকা মূল্যের ১৫৩ টন প্যাকেটজাত মাংস বাজেয়াপ্ত করে পরে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিমঘরের মালিক পুরান জোশী (৫১), ম্যানেজার অক্ষয় সাক্সেনা (৩৪), ট্রাক চালক শিব শঙ্কর (৩৫), সহায়ক শচীন কুমার (২৪) প্রমুখ। গ্রেটার নয়ডার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ অমিত প্রতাপ সিং বলেন, নকল ব্র্যান্ডের মহিষের মাংসের অধীনে মাংসগুলি (হিমঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছিল) এবং গত কয়েক মাসে কী পরিমাণ মাংস পরিবহন করা হয়েছিল তার বিশদ সংগ্রহ করছি আমরা। এ বিষয়ে গো রক্ষা সমিতির গাজিয়াবাদের জেলা সভাপতি সুমিত শর্মা পুলিশকে খবর দেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে খবর ছিল গরুর মাংস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং গ্রেটার নয়ডার একটি হিমঘরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আমরা ৯ নভেম্বর পুলিশকে সতর্ক করি এবং লুহারলি টোল প্লাজায় পৌঁছাই। চালক বলেছিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছেন এবং গ্রেটার নয়ডার দাদরির একটি হিমঘরে মাংস পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। মাংসের নমুনা ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য মথুরায় পাঠায় পুলিশ। গ্রেটার নয়ডার অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অশোক কুমার বলেন, শনিবার ল্যাবরেটরির রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যায়, এটি ছিল গোমাংস। ১৯৫৫ সালের উত্তরপ্রদেশ গোহত্যা প্রতিরোধ আইনে রাজ্যে গরু ও তাদের বংশধর জবাই নিষিদ্ধ।

আল-আমীন মিশন

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

আমার বাড়ি শান্তিনীড়

তৃতীয় বছরে পদার্পণ করল স্বপ্নের আবাসস্থল, যেটি এতিম শিশুদের আধুনিক শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম 'শান্তিনীড়'।

আল-আমীনের লক্ষ্য ছিল দরিদ্র এতিমরা 'শান্তিনীড়'কে আপন বাড়ি ভেবে আধুনিক শিক্ষার জগতে প্রবেশ করবে। মিশনের উদ্দেশ্য আজ সফল।

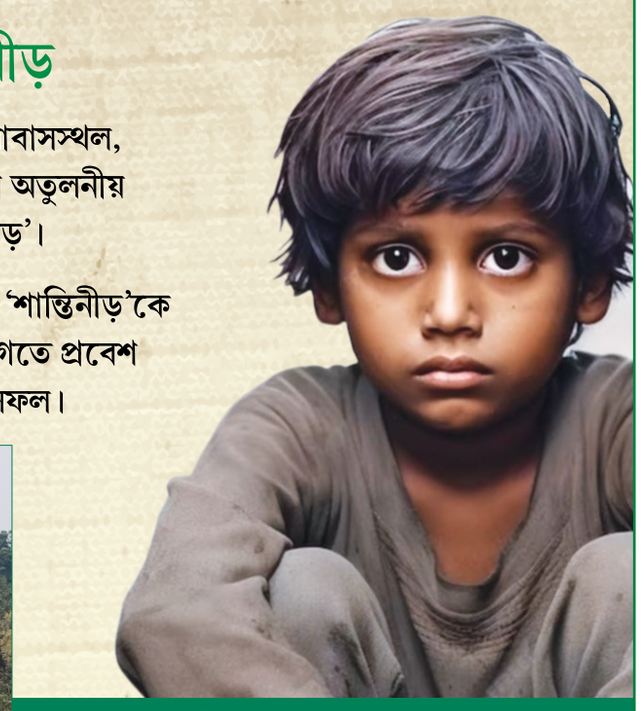

এতিম শিশুদের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

শান্তিনীড়ের শিশুরা থাকবে

হাওড়া | বীরভূম | মুর্শিদাবাদ
দক্ষিণ দিনাজপুর | কোচবিহার

For Application Form

Online এবং Offline- এ ফর্ম পূরণ চলছে।

ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ

Offline ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ Online ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

website: www.alameenmission.org

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬ সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯

প্রথম নজর

লায়েকবাজার খানকার ‘হুজুরের’ ইন্তেকাল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর লায়েকবাজার খানকায় কাদেরিয়ার সুফিসাধক দীর্ঘ রোগভোগের পর ইন্তেকাল করেন হজরত সৈয়দ শাহ্ মারশুদ আলী আল কাদেরী (নানহা হুজুর) নামে পরিচিতি ছিলেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। তার লাশ পাক বোলপুর লায়েকবাজার খানকায় কাদেরিয়ায় শরীফে আনা হয় এবং লায়েকবাজার খানকায় কাদেরিয়ায় জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। তাকে এক পলক দেখার জন্য উপস্থিত হন লায়েক বাজারে। তার জানাজা নামাজে জন্য কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। বোলপুর আশেপাশে তৎসংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামের মানুষ হাজির ছিলেন।

নদী বন্ধুদের সম্মান জানাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আত্রেয়ী নদীতে প্রায় ৫০ বছর ধরে মৎস্যজীবিকার সাথে যুক্ত আছেন এমন নদী বন্ধুদের সম্মান জানানো হল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে। এদিন তিনজন মৎস্যজীবী বন্ধুদের সম্মান জানানো হয়।খিদিরপুর হালদার পাড়া এলাকায় নব নির্মিত রেল ব্রীজের কাছে মৎস্যজীবীদের সম্মান জানানোর সময় উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক তুহিনশুভ্র মন্ডল , মৎস্যজীবী পরিবারের সন্তান ঝন্টু হালদার।এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে তুহিন শুভ্র মন্ডল জানান, ‘আজ বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস।নদীকে ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়েছে মৎস্যজীবীরা। দিশারী সংকল্পের আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলনে যোগ্য সহযোগিতা করেছেন মৎস্যজীবীরা। তাই তাঁদের কাজকে শ্রদ্ধা জানাতে আজ তাঁদের সম্মান জানানো হল।’

কাঁকরতলার মুন্দিরা গ্রামে রক্তদান শিবিরি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রক্ত সংকট দূর করতে দিনের পর দিন রক্তদান শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ইচ্ছে ফাউন্ডেশন ও বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট লাইফ সেভার্স। সেরূপ এদিন বীরভূম জেলার কাঁকরতলা থানার মুন্দিরা গ্রামবাসীদের আয়োজনে, ইচ্ছে ফাউন্ডেশন ও বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট লাইফ সেভার্স এর পরিচালনায় সিউড়ী সদর হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত সংগ্রহে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।রক্তদাতারা বলছেন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে আমরা স্বভাবতই বেজায় খুশি।আগামীতে আমরা আবারও স্বেচ্ছায় রক্তদান করবো অন্যদের ও উৎসাহিত করবো। রক্তদাতাদের হাতে মেমেন্টো ও শংসাপত্র প্রদান করা হয় ।

বর্ধমানে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে, বৈঠক জেলাশাসকের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আগামী ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান উৎসব ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ক্রেতা সুরক্ষা মেলা। মেলার প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, রাজ্যের আরেক মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা শাসক আয়েশা রানি এ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

ক্রেতা সুরক্ষা মেলা উপলক্ষে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র মেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মেলায় ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। থাকছে ক্রেতা সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিবির এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল। মেলায় ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত প্রচার, অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি এবং পণ্য যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা শাসক আয়েশা রানি এ. মেলার নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সমন্বয়ের উপর জোর দেন। বৈঠকে মেলা প্রাঙ্গণের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের জন্য প্রবেশ ও গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার জনগণের মধ্যে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই এই মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। মেলার মাধ্যমে ক্রেতাদের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হবে।

রাস্তার মান কেন খারাপ জানালেন কন্ট্রাক্টররা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলি জেলার চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে বুধবার অনুষ্ঠিত হল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের একটি বিজয় সম্মেলনী। এই সম্মেলনীতে জেলার বরিষ্ঠ কন্ট্রাক্টররা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সম্মেলনের মঞ্চে কন্ট্রাক্টররা তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্যে প্রধানত সরকারের নির্ধারিত রেটের কারণে রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের মান নিম্নমানের হয়ে যাওয়ার বিষয়টি উঠে আসে। কন্ট্রাক্টররা অভিযোগ করেন যে, সরকার বহুদিন আগের রেটে কাজ করাচ্ছে, যা বর্তমান বাজারের মূল্য ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তারা আরও বলেন, পুরনো রেটে কাজ করতে গিয়ে নির্মাণ সামগ্রীর মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি তারা ইঙ্গিত দেন যে, কাজ করতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় “অনানুষ্ঠানিক” অর্থ প্রদান করতে হয়, যা প্রকল্পের খরচ বাড়িয়ে তোলে। এই অতিরিক্ত খরচ সামাল দিতে গিয়ে কাজের মান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর প্রভাব পড়ে শহর ও গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের ওপর।

মানুষের দুর্ভোগের চিত্র:
কন্ট্রাক্টররা জানান, নিম্নমানের কাজের ফলে সাধারণ মানুষকে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষত রাস্তার কাজ নিম্নমানের হওয়ার দরুন গ্রামীণ ও শহুরে পরিবহন ব্যবস্থার উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলে রাস্তাঘাটের সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। সম্মেলনে কন্ট্রাক্টররা আরও বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কন্ট্রাক্টরদের একসঙ্গে কাজ করা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। একজোট হয়ে কাজ করলে সরকারের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া আরও জোরালোভাবে পেশ করা সম্ভব হবে। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, সঠিক রেট ও নীতির প্রয়োগ হলে নির্মাণ কাজের মান উন্নত হবে এবং মানুষও এর সুফল পাবে। বিজয় সম্মেলনীতে কন্ট্রাক্টররা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি সমাধান খুঁজে বের করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এই সম্মেলন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ একতা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কন্ট্রাক্টরদের সমস্যার সমাধান এবং নির্মাণ কাজের মানোন্নয়ন সম্ভব।

উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গাজোলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উদ্যোগে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে গাজোলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয় গাজোলের বটতলী এলাকায় এক বেসরকারি নার্সারিতে।

বৃহস্পতিবার ফিতা কেটে কর্মসূচির সূচনা হয়, এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা নোডাল অফিসার আসিফ ইকবাল,জয়েন্ট বিডিও সোহেল শাহাওয়াত ,উৎকর্ষ বাংলার গাজোলের আধিকারিক অমিত হালদার, উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ শিক্ষিকা সমাপ্তি ঠিকাদার সহ অন্যান্যরা।জানা গিয়েছে, প্রশিক্ষণে রয়েছে ৩০ জন প্রশিক্ষণ মহিলারা। তাদের ফ্রি কোর্স ৯০ দিনের জন্য, প্রতিদিন তাদের চার ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ করতে হবে।তাদের মাসে ৮০% প্রেজেন্ট থাকতে হবে । নইলে পরীক্ষাতে বসতে পারবেন না।এমনি বার্তা দেওয়া হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের । উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আধিকারিক নোডাল অফিসার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দেওয়া হচ্ছে যাতে আগামী দিন তাদের নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জন কিছু করতে পারে। সেই দিক তাকিয়ে এই ধরনের এমনই কর্মসূচি উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি সুযোগ-সুবিধা কোনরকম থাকলে তারা সেগুলোও পেতে পারেন ।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে মেদিনীপুরে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

সন্ন্যাসী কাউরী ● মেদিনীপুর

আপনজন: স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বাতিল, বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুল ফিক্সড চার্জ ও নুন্যতম চার্জ প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ জোনাল দপ্তরের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। মিছিল, পথ অবরোধ, প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ, ধস্তাধস্তিতে দিনভর উত্তাল মেদিনীপুর শহর। মেদিনীপুর শহর দেখল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অন্য মেজাজ।

বৃহস্পতিবার সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি এবং অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জোনাল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলা থেকে কয়েকশো গ্রাহক এদিন মেদিনীপুর শহরে জমায়েত হন। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা।

ক্ষুদিরাম মোড়ে হয় প্রতীকী পথ অবরোধ । পোড়ানো হয় স্মার্ট মিটার, ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ এর প্রতিলিপি। সেখান থেকে মিছিল ফকির কুয়াঁস্থিত জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরের অভিমুখে রওনা হয়। জোনাল ম্যানেজারের গেট বিশাল পুলিশ বাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখা হলে গ্রাহকরা গেটে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। গেটের সামনে শুরু হয়ে যায় ধাস্তাধস্তি। জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরের সম্মুখস্থ রাস্তা এক ঘন্টারও বেশি সময় অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। চলে বিক্ষোভ সভা।

এদিন এক প্রতিনিধি দল জোনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। আগে থেকে জানানো সত্বেও জোনাল ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে যান। খবরটা বাইরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। জোনাল দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং দাবি গুলি মেনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন সুব্রত বিশ্বাস, মধুসূদন মান্না, অশোক ঘোষ, শালবনী থানা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তারকনাথ মোদক, দীপক পাত্র প্রমূখ। বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি মধুসূদন মান্না, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সভাপতি অধ্যাপক জয় মোহন পাল, সম্পাদক শংকর মালাকার, পুরুলিয়ার সম্পাদক গৌতম হাতি, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ অন্যান্যরা।

সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বসাতে গেলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।এই ডাকাতির যন্ত্র বসাতে দেওয়া যাবে না।

তিনি গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান ট্রান্সফরমার ভিত্তিক প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন। বেআইনি অযৌক্তিক বিপুল মিনিমাম চার্জ- অনাদায়ে লাইন কাটতে গেলে প্রতিরোধ করে ফেরত পাঠান।

প্রশাসনের নাকের ডগায় গন্ধেশ্বরী নদীগর্ভে চলছে বেআইনি নির্মাণকাজ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রশাসনের নাকের ডগায় গন্ধেশ্বরী নদী গর্ভের মধ্যেই চলছিল বে আইনি বিশাল নির্মাণের প্রস্তুতি, ভিত খোঁড়া নজরে আসতেই চাঞ্চল্য শহর জুড়ে । গন্ধেশ্বরী নদী গর্ভে নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে চলছিল বিশাল নির্মাণের প্রস্তুতি। নদী গর্ভে খোঁড়া হয়েছিল ভিত। নামানো হয়েছিল ইট বালি সহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার হইচই করতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল গোটা এলাকায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে এসে নির্মাণ বন্ধ করল পুলিশ। বাঁকুড়া শহরের দুপাশ দিয়ে বয়ে গেছে গন্ধেশ্বরী ও দারকেশ্বর নদী। এই দুই নদীই শহরের মানুষের প্রাণ। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে সেই গন্ধেশ্বরী নদীর গর্ভেই গড়ে উঠছে একের পর এক বে আইনি নির্মাণ। কার্যত প্রশাসনের নাকের ডগায় একের পর এক নির্মাণ গড়ে উঠলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশাসনকে দেখা যায় নির্বাক দর্শকের ভূমিকায়। আর সেই সুযোগে বাঁকুড়ার সতীঘাট সংলগ্ন এলাকায় এবার নদীগর্ভে বিশাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিল সমীর ঘোষাল নামের স্থানীয় এক ব্যবসায়ী। নদী গর্ভের বিশাল এলাকা জুড়ে খনন করা হয়েছিল ভিত। নির্মাণের জন্য নামানো হয়েছিল ইট, বালি, সিমেন্ট সহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী। নির্মাণের যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ হতেই বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরাই খবর দেন বাঁকুড়া পুরসভার স্থানীয় ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ আগরওয়ালের। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি দেখেই খবর দেন পুলিশ ও প্রশাসনকে। এরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। নির্মাণের কাজে যুক্ত অভিযুক্ত ব্যবসায়ী অবশ্য এর পিছনে অবশ্য হাস্যকর যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর দাবী অনেকেই নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করেছেন। তাই তিনিও একই পথে হেঁটেছেন। স্থানীয়দের আশঙ্কা প্রশাসনের নাকের ডগায় নদী দখল করে যেভাবে একের পর এক নির্মান গড়ে উঠছে তাতে আগামীদিনে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হয়ে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় গন্ধেশ্বরী নদীর অপমৃত্যু ঘটতে পারে।

ইন্টারনেটের আশায় পাশের জেলায় ভিড় মুর্শিদাবাদের মানুষের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার ঘটনার জেরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেই রাজ্য সরকার,তার পর থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে নাজেহাল হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ থেকে বিজনেসম্যান ও বিভিন্ন অফিসের কর্মীরা,পূর্বেই ঘোষণা করেছে সরকার শুধু মাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ তাই মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ডোমকল রাণীনগরের মানুষ নদীয়ার গোপালপুর ঘাট সহ করিমপুরে বিভিন্ন পার্কে ভিড় জমাচ্ছে ইন্টারনেট পরিষেবা নেওয়ার জন্য।মুর্শিদাবাদ জেল জুড়ে ইন্টারনেট গত ১৭ নভেম্বর তারিখ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সরকার তারপর আবারও সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ২১ শে নভেম্বর পেরিয়ে গেলো ইন্টারনেট পরিষেবা চালু না হওয়ায় চিন্তিত অনেকেই।আর সেই কারণে মুর্শিদাবাদের মানুষ বিশেষ করে যারা অনলাইন ভরসায় থাকেন তারা নদীয়া জেলায় ভিড় করছে। এমনকি ইন্টারবেন্ট পরিষেবা নিতে যাওয়া জলঙ্গীর রফিকুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি জানান বর্তমানে সমস্ত কিছুই অনলাইন হওয়ায় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে জেলা বাসীকে,বিশেষ করে ব্যাঙ্ক ,অফিস থেকে শুরু করে অনলাইন কাজ করতে না পেরে পাশের জেলা নদিয়ায় ভিড় করেছে ইন্টারনেট পরিষেবা নেওয়ার জন্য।কেও বা মোটর সাইকেল আবার কেও চার চাকা নিয়ে পৌঁছিয়ে গিয়েছে নদীয়া জেলায়।তেমনি ভাবে আমি নিজেও আর্থিক লেনদেনের জন্য নদীয়ার গোপালপুর ঘাট এলাকায় এসেছি এখানে ভালোই ইন্টারনেট পরিষেবা পাচ্ছি। ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় জেলাবাসী প্রবল সমস্যার মধ্যে। বিডিও অফিস থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত আবার ব্যাংক সহ জমি রেজিস্ট্রি অফিস সব ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এর উপর ভরসা। বর্তমানে পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট নিয়ে গেলেও অনলাই নিতে হয় সেই সব কাজ হচ্ছে না,ব্যাংকে কোন লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে না, বিডিও অফিসে কোন অনলাইনের কাজ করতে পারছেন না। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ডোমকল এসডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দেন এলাকার ব্যাবসিক থেকে সাংবাদিক বন্ধুরা। আদতে কবে চালু হবে ইন্টারনেট পরিষেবা সেই দিকেই তাকিয়ে জেলাবাসী।

এবার ট্রেনের মধ্যেই খুন হলেন তবলার এক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: এবার ট্রেনের মধ্যেই খুন হলেন তবলার এক শিক্ষক। মঙ্গলবার সকালে কাটিহার এক্সপ্রেস হাওড়া আসার পর প্রতিবন্ধী কামরার বাঙ্ক থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। বুকে ও পেটে তিন জায়গায় ছুরির আঘাত থাকায় পুলিশ নিশ্চিত হয় তাঁকে খুন করা হয়েছে। বালি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা এই তবলার শিক্ষকের নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মৃতের কাছে কোনওরকম পরিচয়পত্র বা টিকিট ছিল না। ফলে প্রথমে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। পরে পরিবারের সদস্যরা দেহ শনাক্ত করেন। বাড়ির লোকজনের কথায়, বছর ষাটের এই তবলার শিক্ষক কাটিহার গিয়েছিলেন তবলার তালিম দিতে। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি বিহারের কাটিহার থেকে ট্রেনে চড়েন। রাতে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ট্রেনটি হাওড়া আসে। প্রতিবন্ধী কামরার বাঙ্কে তার দেহটি পড়েছিল। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় দেহটি। প্রাথমিকভাবে রেল পুলিশের ধারনা, মালদহের আগেই ট্রেনের মধ্যে তিনি খুন হন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাজাপুর থানার স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের রাজাপুর থানার উদ্যগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। রাজাপুর থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক ত্রিগুণা রায়-এর উপস্থিতিতে কল্যাণব্রত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে মানব পাচার,যৌন নিগ্রহ,নারী সুরক্ষা,সাইবার নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইনের মতো বিষয়েও পাঠ দেওয়া হয়।এর পাশাপাশি পুলিশের পক্ষ থেকে আপৎকালীন ফোন নাম্বারও দেওয়া হয়।রাজাপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায় জানান,”স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিটি ছাত্রীদের মধ্যেও প্রবল উৎসাহ দেখা দেয়। ছাত্রীরা তাদের অনেক প্রশ্ন পুলিশের মাধ্যমে করে।এবং পুলিশের পক্ষ থেকেও যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া হয়।এদিনের এই কর্মসূচিতে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর থানার এসআই সপ্তর্ষি রফি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রমুখ।

আমেরিকান সেন্টারে মডেল প্রদর্শন মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অনেকের মতে ‘মাদ্রাসা মানেই ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন’ আর এই বদ্ধ ধারণা থেকে মুক্তি দিচ্ছে স্বয়ং মাদ্রাসা ছাত্রীরাই। ‘বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটি’র উদ্যোগে এবং ‘আমেরিকান সেন্টারে’র সহযোগিতায় ‘মেয়েদের ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক অনুষ্ঠান দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে সম্পূর্ণ ইংরেজিতে দলবদ্ধভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে তাক লাগাচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্রীরা। জানা গিয়েছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে এগিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের শিক্ষার্থীরা কলকাতা আমেরিকান সেন্টারে ওই অনুষ্ঠানে মডেল প্রদর্শন করে নজর কাড়ে। হাতিয়াড়া গার্লস এবং আখড়া গার্লস মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা আমেরিকান সেন্টারে এলডিআর (লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেসিস্টর) ব্যবহার করে ‘স্বয়ংক্রিয় স্ট্রিটলাইট সিস্টেম’ প্রকল্পে তাদের কর্মক্ষমতা উপস্থাপন করে । শিক্ষার্থীদের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের শিক্ষার্থীদের এই অনুষ্ঠানে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ।’ মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কথায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকান সেন্টারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করছেন পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কমরুউদ্দিন, উপ-সচিব আজিজার রহমানরা। বর্তমান সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মাদ্রাসা বোর্ড নিয়ে অনেক সমালোচনা শোনা গেলেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এমন সাফল্যে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং মাদ্রাসা বোর্ডের গৌরব বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন অনেকেই। পর্ষদ সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দীন বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনলাইন নিবন্ধন, গ্রীষ্মকালীন প্রকল্প, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সেমিস্টার সিস্টেম প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, ইত্যাদি যা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে এসেছে । এসব কিছুর জন্য আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এমআইসি এবং পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ।

কিডনির আবেদন

AB+ কিডনী প্রয়োজন। 26-35 বৎসর বয়সের মধ্যে প্রকৃত কিডনী দাতাগণ অভিভাবক ও পরিচয়পত্র সহ শীঘ্র যোগাযোগ করুন- 8013171974।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে ফ্যাশন শোতে কাবাসদৃশ বস্তু নিয়ে ইসলামী বিদ্বানদের ক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের একটি ফ্যাশন শো নিয়ে বিতর্ক চলছে। এই ফ্যাশন শো নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইসলামিক পণ্ডিতরা। যে বিষয়কে নিয়ে বিতর্ক, তা হলো এই ফ্যাশন শোতে 'গ্লাস ইন্সটলেশন' (কাচ দিয়ে তৈরি একটা বস্তু) দেখানো হয়েছিল, যা পবিত্র কাবা শরিফের মতো দেখতে। সৌদি আরবের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব 'রিয়াদ সিজনে' এই ইনস্টলেশনকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে মূলধারার আরব গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
সমালোচকরা বলছেন, এটা ইসলামের পবিত্রতম স্থানের অবমাননা করা। তবে সৌদি আরবের সরকারি গণমাধ্যম সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। গুজব রুখতে কাজ করা এক সৌদি সংগঠনও জানিয়েছে, ফ্যাশন শোতে রাখা যে কাঠামোকে ঘিরে এত বিতর্ক, তা একটা কাচের তৈরি ঘনকাকৃতির একটি বস্তু মাত্র।
বিষয়টা নিয়ে শোরগোল হওয়ার পর সৌদি আরবের 'অ্যান্টি রিউমর অথরিটি' বা গুজববিরোধী কর্তৃপক্ষ ওই অনুষ্ঠানে পবিত্র কাবা শরিফের আদলে তৈরি কোনো বস্তু ব্যবহারের বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটা কাচের তৈরি একটা ঘনকাকৃতির কাঠামো, যার সঙ্গে কাবার কোনো সম্পর্ক নেই।
'অ্যান্টি রিউমর অথরিটি' হলো একটা স্বাধীন সৌদি মিডিয়া প্ল্যাটফরম, যা অনলাইন রিউমর বা গুজবকে ট্র্যাক করে ও তার সত্যতা যাচাই করে।
তবে সমালোচনার উত্তরে সৌদি আরবের সরকারি গণমাধ্যমের ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব এই ঘটনাকে 'ইসলামের অবমাননা' বলে মনে করেছেন। কট্টরপন্থী কেউ কেউ আবার আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, এই 'বিকৃত' প্রদর্শনীতে যা করা হয়েছে তা 'শয়তানের কার্যকলাপ'।
সৌদি আরবের সরকারি গণমাধ্যম এসব সমালোচনাকে ওই দেশকে বদনাম করার চেষ্টা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

একটি কলা বিক্রি করা হল ৭৫ কোটি টাকায়!

আপনজন ডেস্ক: জনপ্রিয়তার পারদ চড়াতে চড়াতে তা এবার আকাশে তুললেন প্রখ্যাত ইতালীয় শিল্পী মরিজিও ক্যাটেলান। ২০১৯ সালে শিল্পাঙ্গনে একটি কলা নিয়ে এসে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন তিনি, এবার সেই 'কলা শিল্প' বিক্রি হলো আকাশছোঁয়া মূল্যে। শিল্প হলেও তা আসলে একটি কলাই; হ্যাঁ, যে কলা আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু তাই বলে একটি কলা ৬২ লাখ ডলারে বিক্রি হবে? অথচ হয়েছে তাই। স্থানীয় সময় বুধবার (২০ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সদেবিজের নিলামে কলার ওই শিল্পকর্মটি বিক্রি হয়েছে ৬.২ মিলিয়ন ডলারে, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। নিলাম শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে সেটি কিনে নেন চীনা বংশোদ্ভূত ক্রিপ্টো উদ্যোক্তা জাস্টিন সান।
এই শিল্পকর্মটি মূলত ২০১৯ সালের কনসেপ্ট আর্টওয়ার্ক। 'কমেডিয়ান' নামের এই শিল্পের স্রষ্টা মরিজিও ক্যাটেলান। এটি মূলত টেপ দিয়ে দেয়ালে আটকে রাখা একটি কলা, শিল্পীর নির্দেশনা অনুযায়ী যা প্রতিস্থাপনযোগ্য।
সে বছর আর্ট বাসেল মায়ামি বিচ প্রদর্শনীতে প্রথম 'কমেডিয়ান'-এর প্রদর্শনী হয়। এরপর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসেন ক্যাটেলান ও তার এই শিল্পকর্ম।
শিল্পপ্রেমীদের কাছে শিল্পের চিরাচরিত মাপকাঠি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয় 'কমেডিয়ান'।
এর পক্ষে-বিপক্ষে ওঠে আলোচনার ঝড়। প্রথম কলাটি শত শত দর্শকের সামনে দেয়াল থেকে তুলে খেয়ে ফেলেন পারফরম্যান্স আর্টিস্ট ডেভিড ডাটুনা। এরপর তা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।
ডাটুনা অবশ্য পরে দাবি করেন, কলা খাওয়ার কাজটি তার নিজস্ব আর্টিস্টিক পারফরম্যান্স ছিল। কোনো ধরনের উগ্রতা প্রদর্শনের ইচ্ছায় তিনি কাজটি করেননি।
পরে ফের আরেকটি কলা সেখানে সাঁটানো হলে সেটি দেখতে এত লোকের ভিড় হয় যে একপর্যায়ে মায়ামির প্রদর্শনী থেকে 'কমেডিয়ান' সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে তার আগেই সেখানে ১ লাখ ২০ হাজার থেকে দেড় লাখ ডলারের মধ্যে এর তিনটি সংস্করণ বিক্রি হয়। পাঁচ বছর পর ফের 'কমেডিয়ান'কে সামনে নিয়ে আসেন শিল্পী ক্যাটেলান। এবার ধারণা করা হয়েছিল, শিল্পকর্মটির দাম অন্তত এক-দেড় লাখ ডলার উঠবে। কিন্তু নিলাম সঞ্চালকের চক্ষু ছানাবড়া করে দিয়ে তা বিক্রি হয় ৬.২ মিলিয়ন ডলারে।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধ করার অভিযোগে দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। এছাড়া একই অপরাধে দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োহাভ গালান্টের বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারি করেছে হেগের এই আদালত।
বিবৃতিতে আইসিসি বলেছে, '২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর থেকে অন্তত ২০২৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধ করায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং ইয়োহাভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলো।'
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, 'নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্ট ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনেশুনে গাজার বেসামরিক মানুষকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র– যেমন খাবার, পানি, ওষুধ, চিকিৎসা সেবা, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি থেকে বঞ্চিত করেছেন এমন অভিযোগ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'
এছাড়া ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সামরিক শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। যদিও গত জুলাইয়ে দেইফকে হত্যার দাবি জানায় ইসরায়েল।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ছে

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধের সহস্রতম দিন পার হলেও বন্ধের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধ বন্ধ হবে– এমন আশা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তিনি ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাস আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ায় হামলা চালানোর অনুমতি দেওয়ার পর সেই আশাও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এবার প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইউক্রেনকে মনুষ্যবিহীন মাইন সরবরাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলে পূর্ব ইউরোপে বাড়ছে পরমাণু হামলার শঙ্কা। পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে সংঘাতে আরও অনেক দেশের জড়িয়ে পড়া আশ্চর্যের নয়। আর সেটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতে পারে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। রাশিয়ায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র 'আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম' (এটিএসিএমএস) দিয়ে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে তেমন হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও এ হামলা উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কারণ এর আগে মার্কিন অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ায় হামলার ঘটনা ঘটেনি। বরং ইউক্রেনের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব সেই অনুমতি দেয়নি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে সেই অনুমতি দিয়ে যুদ্ধের উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া তিনি ইউক্রেনকে মনুষ্যবিহীন মাইন দেওয়ার প্রস্তাবেও অনুমোদন দিয়েছেন। এক মার্কিন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে এই মাইন ইউক্রেনের ভেতরেই ব্যবহার করতে হবে। যদিও জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় ব্যবহার করতে পারবে না প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির বাহিনী। রাশিয়ার হামলার আশঙ্কায় ইউক্রেনে অবস্থিত নিজেদের দূতাবাস সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বুধবার বিমান হামলা হতে পারে বলে তথ্য পাওয়ার পর দ্রুত সময়ের মধ্যে দূতাবাসের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ায় ইউক্রেনের হামলা নিয়ে চলমান উত্তেজনার মধ্যে গতকাল এমন পদক্ষেপ নেয় ওয়াশিংটন।
ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস কর্তৃপক্ষ বলেছে, গতকাল বুধবার বিমান হামলা হতে পারে বলে সুনির্দিষ্ট করে তথ্য পেয়েছে তারা। এজন্য দ্রুত দূতাবাসের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও বলেছে, সতর্কতা হিসেবে দূতাবাস সাময়িক বন্ধ থাকবে। দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে। বিমান হামলাজনিত সতর্কসংকেত ঘোষণা করা মাত্রই নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে মার্কিন নাগরিকদের পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের এই সতর্কবার্তার পর ন্যাটো সদস্যভুক্ত আরও তিন দেশ গ্রিস, ইতালি এবং স্পেনও তাদের দূতাবাস বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। কয়েক বার বিমান হামলার সতর্কতা দিতে সাইরেন বাজানো হয়। তিনটি দূতাবাসই তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে বন্ধের একই কারণ উল্লেখ করেছে। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার ছিল রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের সহস্রতম দিন। ঐদিন সকালে জেলেনস্কির বাহিনী আমেরিকার 'আর্মি ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সিস্টেম' (এটিএসিএমএস) ব্যবহার করে রাশিয়ার ব্রিয়ানস্ক এলাকায় হামলা চালায়। এর পরই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছে মস্কো। এমনকি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রয়োজনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের জন্য সামরিক বিধি সংশোধন করেছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যেও আশা জাগিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একটি প্রতিবেদন। এতে দাবি করা হয়, পাঁচ সাবেক ও বর্তমান রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ক্রেমলিন দ্বন্দ্ব মেটাতে রাজি হতে পারে। তবে প্রধান দুটি শর্ত রয়েছে পুতিনের। প্রথমত, যুদ্ধ অধিকৃত ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড ছাড়বে না রাশিয়া। পাশাপাশি কিয়েভ ন্যাটোয় যোগ দিতে পারবে না। বন্দি এবং ইউক্রেনে যুদ্ধরত প্রত্যেক রাশিয়ান সেনাকে নির্বিঘ্নে দেশে ফিরতে দিতে হবে। শান্তি ফেরাতে আমেরিকা-রাশিয়ার যে কোনো ধরনের চুক্তিতে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকতে হবে ইউক্রেনকে। এই শর্তগুলো পূরণ হলে শান্তি ফিরতে পারে ইউক্রেনে। ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার বা আইএসডব্লিউর তথ্যউপাত্ত থেকে দেখা যায়, ২০২৩ সালে ইউক্রেনের যে পরিমাণ ভূমি রাশিয়া দখল করেছিল তার চেয়ে অন্তত ছয় গুণ বেশি ভূমি চলতি বছরে তারা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। তারা এখন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস এলাকায় দেশটির লজিস্টিক বা রসদ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে রাশিয়ার তুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেন যে বিস্ময়কর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, সেটি এখন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ান বাহিনী তাদের পেছনের দিকে যেতে বাধ্য করছে। বিশ্লেষকরা কিয়েভের ঐ আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তারা এ পরিস্থিতিকে কৌশলগত বিপর্যয় উল্লেখ করে বলেছেন, এর ফলে ইউক্রেন এখন লোকবল-সংকটের মুখে পড়েছে।

পাকিস্তানে যাত্রীবাহী ভ্যানে বন্দুক হামলা, নিহত ৩৮

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সহিংসতাপূর্ণ প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ায় একটি যাত্রীবাহী ভ্যানে বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ৩৮ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২৯ জন। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) খাইবার পাখতুনখাওয়ার উপজাতি অধ্যুষিত এক এলাকায় বন্দুকধারীদের হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রদেশের মুখ্য সচিব নাদিম আসলাম চৌধুরী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কুররাম উপজাতীয় জেলায় বন্দুকধারীদের হামলায় তিন ডজনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন নারী ও এক শিশুও রয়েছে। সেখানে বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাত্রীবাহী ভ্যানে বন্দুকধারীদের অতর্কিত হামলায় প্রাণহানির সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রদেশের এই কর্মকর্তা।
আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের উপজাতীয় ওই এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সশস্ত্র শিয়া ও সুন্নি মুসলমানদের মাঝে কয়েক দশক ধরে উত্তেজনা চলছে। তবে যাত্রীবাহী ভ্যানে হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী দায় স্বীকার করেনি।
খাইবারপাখতুনখাওয়ার পারাচিনারের স্থানীয় বাসিন্দা জিয়ারাত হুসাইন বলেন, 'দুইটি যাত্রীবাহী ভ্যান পেশোয়ার থেকে পারাচিনারে এবং পারাচিনার থেকে পেশোয়ারের দিকে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় সশস্ত্র ব্যক্তিরা গুলি চালিয়েছেন।' দুটি ভ্যানের একটিতে করে তার স্বজনরাও পেশোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বলে জানিয়েছেন জিয়ারাত হুসাইন। এদিকে, যাত্রীবাহী ভ্যানে সন্ত্রাসী হামলার এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি। তিনি বলেন, নিরীহ যাত্রীদের ওপর এমন হামলা একেবারে কাপুরুষোচিত ও অমানবিক কাজ। এ ঘটনার জন্য দায়ীদের শাস্তি পেতে হবে। তিনি আহতদের সঠিক চিকিৎসা ও সহায়তার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্রিটেনে দারিদ্রের মধ্যে বেড়ে উঠছে এক তৃতীয়াংশ শিশু

আপনজন ডেস্ক: একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যুক্তরাজ্যে শিশুরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি তিন শিশুর মধ্যে একটিরও বেশি শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যুক্তরাজ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে।
সোশ্যাল মেট্রিক্স কমিশন (এসএমসি) এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিসের কারণে ২০১৯ সাল থেকে আরও ২ মিলিয়ন মানুষ মারাত্মক কষ্টের মধ্যে রয়েছে।
বর্তমানে মোট ১৬ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। যা যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ। ২০০০ সালে এই ধরনের রেকর্ড শুরু হওয়ার পরে এটাই সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের ঘটনা। যত ধরনের মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বেশি। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কোভিড মহামারীর আগের সময়ের চেয়ে বর্তমানে ২ লাখ ৬০ হাজার অতিরিক্ত শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। এই হিসেবে প্রায় ৫.২ মিলিয়ন বা ৩৬ শতাংশ শিশু প্রভার্টি দ্বারা আক্রান্ত। এই শিশুদের মধ্যে আবার প্রায় ৫৫ শতাংশ শিশু দুটি বা তিনটি শিশু রয়েছে এমন পরিবারে বাস করে। অন্যদিকে চাইল্ড বেনিফিট আবার দুই শিশুতে ক্যাপ করা আছে। ফলে অনেক শিশু এই চাইল্ড বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এই পলিসি বাতিল করার কথা জানিয়েছেন। এই লক্ষ্যে গত জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি চাইল্ড প্রভার্টি টাস্কফোর্স চালু করেন।
সরকারের বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে, গড় আয় এবং হাউজিং ব্যয় পরিমাপ করে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল। এর মধ্যে ৩৬ লাখ ছিল শিশু। এদিকে সব মিলিয়ে ১৯৫০ এর দশকের পর থেকে ব্রিটিশরা কস্ট অফ লিভিং ক্রাইসিস সহ নানা ধরনের আর্থিক সংকটে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে। সোশ্যাল মেট্রিক্স কমিশনের চেয়ারম্যান ফিলিপা স্ট্রাউড বলেন, এই শতাব্দীর শুরু থেকেই সমাজের যেকোনও পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার বেশি। শিশুরাও এতে ভুক্তভোগী হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে নতুন পলিসি বাস্তবায়ন করতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জিম্মি মুক্তি নিয়ে বিবৃতি দিল হামাস

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ করলেই কেবল অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি দেবে উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাস। বুধবার (২০ নভেম্বর) এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানিয়েছেন গোষ্ঠীটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান খলিল আল হায়া। স্থানীয় আল-আকসা টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে খলির আল হায়া বলেন, 'যদি আগ্রাসন বন্ধ না হয়, তাহলে কেন হামাস জিম্মিদের ফেরৎ দেবে? দখলদার বাহিনী যদি যুদ্ধ শেষ না করে, তাহলে কোনো জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে না।'
গত বেশ কিছুদিন ধরে থেমে আছে গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারটি। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার আরো একবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়ে গেছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের হস্তান্তর নিয়ে ইসরায়েল এবং মধ্যস্থতাকারী তিন দেশ কাতার, মিসর ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে হামাসের যে প্রতিনিধি দলটি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন খলিল আল হায়া।
আল আকসা টিভিকে তিনি বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া থেমে থাকার জন্য মূলত দায়ী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকার। 'আমাদের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীদের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আমরা এই থেমে থাকা আলোচনা ফের শুরু করতে চাই। কিন্তু দখলদার বাহিনীর যদি (আলোচনায় আসার) প্রকৃত ইচ্ছা না থাকে, তাহলে তো তা অসম্ভব।'
'আর নেতানিয়াহু যে এই শান্তি আলোচনাকে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তার পক্ষে এরইমধ্যে অসংখ্য বাস্তব প্রমাণ আমাদের সামনেই রয়েছে।' গত মঙ্গলবার গাজা সফরে গিয়েছিলেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, হামাস আর কখনও গাজা শাসন করতে পারবে না। তিনি আরো বলেছেন যে হামাসের কব্জায় এখনও যেসব জিম্মি রয়েছেন, তাদেরকে মুক্ত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। ২০২৩ সালে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস যোদ্ধারা।
এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যার পাশাপাশি ২৪২ জনকে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় তারা। জিম্মিদের মুক্ত করতে ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী, যা এখনও চলছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩০	৫.৫৪
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

মারা গেছেন ব্রিটেনের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী জন প্রেসকট মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার প্রেসকটের পরিবার তার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৮৬ বছর বয়সী প্রেসকট দীর্ঘদিন ধরে আলঝেইমারের রোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রেসকট টনি ব্লেয়ার সরকারের অন্যতম যোগ্য মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরল ও স্পষ্টভাষী বক্তব্যের জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন।

ইউক্রেনে হামলায় আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করল রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া প্রথমবারের মতো একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) নিক্ষেপ করেছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ। বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনী জানিয়েছে, রুশ বাহিনী সকালে দিনিপ্রো শহরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। বিশেষ করে, রুশ ফেডারেশনের আস্ত্রাখান অঞ্চল থেকে একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। ক্রেমলিনের আক্রমণ শুরুর পর প্রথমবার এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহৃত হলো বলে বাহিনীটির একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।
সূত্রটি আরো জানায়, এটি 'স্পষ্ট', প্রচলিত ও পারমাণবিক–উভয় ধরনের যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম ওই ক্ষেপণাস্ত্র পারমাণবিক বিস্ফোরক বহন করেনি। তবে মস্কো ওই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে কিনা জানতে চাইলে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, তার 'এই বিষয়ে কিছু বলার নেই'। এদিকে আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলো ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে বলে বিমানবাহিনী জানিয়েছে। তবে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি (আইসিবিএম) ভূপাতিত হয়েছে কি না, তা বিস্তারিত জানানো হয়নি।

ইউক্রেনের ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ মাফ করে দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত ইউক্রেনের জন্য প্রায় ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। বুধবার (২০ নভেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।
আগামী বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগেই ইউক্রেনের জন্য যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা বাড়াতে চায় বিদায়ী মার্কিন প্রশাসন। গত এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি অর্থায়ন বিল পাস করে, যার মধ্যে ইউক্রেনের জন্য অর্থনৈতিক ও বাজেটারি সহায়তা হিসেবে প্রায় ৯৪০ কোটি ডলারের মওকুফযোগ্য ঋণ ছিল। এই অর্থের অর্ধেক ১৫ নভেম্বরের পর মাফ করতে পারতেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওই বিলে ইউক্রেনকে সহায়তার জন্য মোট ৬ হাজার ১০০ কোটি ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রার আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যবহৃত হবে।
ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, যে পদক্ষেপের কথা আইনে উল্লেখ ছিল, আমরা তা গ্রহণ করেছি। ওই ঋণগুলো মাফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
তবে, কংগ্রেস চাইলে এখনো এই পদক্ষেপে বাধা দিতে পারে বলে জানিয়েছেন এ মার্কিন কর্মকর্তা।

১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করবে অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: অনলাইনে সন্তানদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাবা-মায়ের জন্য সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে যুগান্তকারী এক আইন উত্থাপন করেছেন দেশটির যোগাযোগমন্ত্রী মিশেল রোল্যান্ড। প্রস্তাবিত আইনে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশটির পার্লামেন্টে রোল্যান্ড বলেন, এই আইন পাস হলে ছোট ছোট বাচ্চাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা ও ব্যবহার আটকাতে ব্যর্থ হলে টিকটক, ফেসবুক, স্ন্যাপচ্যাট, রেডিট, এক্স ও ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে পাঁচ কোটি (অস্ট্রেলিয়ান) ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে।
এ সময় তিনি বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিশুদের বেড়ে ওঠা যে অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক বৈশিষ্ট্য নয়, এ বিষয়ে এই বিলের মাধ্যমে একটি নতুন আদর্শিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা হবে। যাচাই না করা বিপুল পরিমাণ কনটেন্টের সংস্পর্শ থেকে শিশু-কিশোরদের বিরত রাখতে তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্যই কিছু করা উচিত। আর এ বিষয়টি দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।'

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩১৫ সংখ্যা, ৭ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৯ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

শুভ-অশুভের লড়াই

স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড'। একই মানুষের দুইটি রূপ ছিল—ভালো সত্তাটি হইল 'ডক্টর জেকিল' এবং খারাপ সত্তাটি মিস্টার হাইড। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য এক কথায় :মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানব। এই চিত্র আমরা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। শুভ সত্তাসম্পন্ন ডক্টর জেকিলদের মাধ্যমে পৃথিবী মানুষের জন্য একদিকে বসবাস উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে অশুভ সত্তার 'মিস্টার হাইডদের' মাধ্যমে পৃথিবী অগ্রসর হইতে থাকিবে ধ্বংসের দিকে। ইহা যেন শুভ-অশুভের লড়াই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করিতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' গল্পের 'শেষ কথা'র আংশটি। অচিরা তার নানাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে? তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।' তখন দাদু বলিলেন, '...পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন, এই সভ্যতা যতই আগাইয়া যাইবে ততই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িবে। অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাভি লোয়েব বলিয়াছেন, যেই দিন মানুষ প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছাইয়া যাইবে, সবচাইতে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া যাইবে। তিনি মনে করেন, 'মানুষের লোভের কারণে যেইভাবে পৃথিবীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না মানুষ আর খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। তিনি বলেন, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ তো রহিয়াছেই, তাহার সহিত মানুষের তৈরি দুইটি আরো ভয়ংকর সমস্যা সম্মুখীন হইবে পৃথিবী। প্রথমটি মহামারি। দ্বিতীয়টি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জলবায়ুর লাগাতার পরিবর্তনে হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে। কয়েক শত বত্সর ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকা আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। দাবানলের সংখ্যা বাড়িতেছে দিনকে দিন। অন্যদিকে বিভিন্ন শক্তিধর দেশে শত শত পারমাণবিক বোমা বসানো-ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা আছে। অন্তত ১ হাজার ৮০০ পরমাণু বোমা রহিয়াছে, যেইগুলি খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে নিক্ষেপ করা যাইবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিপূর্বে বলিয়াছে, বর্তমানে বিশ্বে যেই পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে তাহা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ৩৮ বার পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে।

সুতরাং পৃথিবীতে চলিতেছে শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। উভয় শক্তিরই দড়ি টানাটানি হইতেছে। যাহার জোর অধিক তাহারই জয় হইবে। কাজী নজরুলের মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি দেওয়া কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে শুভ সত্তার, যাহাতে বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয় দানবসত্তার। আমরা কেবল আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি, বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির পর প্রকৃতি শান্ত হইবে, দিকে দিকে যুদ্ধ-অশান্তি-নরহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের পর সকলের নিশ্চয়ই উপলব্ধি ঘটিবে—এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলেও কি 'লক্ষ্মী' লাভেরই ম্যাজিক?

২০১৯ সাল, লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় গেলেন নরেন্দ্র মোদি বিপুল জয় লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাতারাতি ২ জন সাংসদ বেড়ে হয়ে গেল ১৮ জন। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জি থাকা সত্ত্বেও শুরু হয়ে গেল শ্বাসকষ্ট। একশ্রেণীর নেতারা ঘর থেকে বের হতে পারল না মানুষের ক্ষোভের জন্য আরেক দল নেতা সুযোগ বুঝে ঠিক করল যে তারা অন্য দলের সাথে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ মজবুত করবে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রথম আগমন ঘটে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসাবে প্রশান্ত কিশোরের। তার জনসংযোগ কর্মসূচি গুলি প্রভূত সাড়া ফেলে এবং এই সময়েই প্রশাসনে ঠিক ২০২১ এর নির্বাচনের আগে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন "লক্ষ্মীর ভান্ডার" প্রকল্প। লিখেছেন **তন্ময় সিংহ।**

২০১৯ সাল, লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় গেলেন নরেন্দ্র মোদি বিপুল জয় লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাতারাতি ২ জন সাংসদ বেড়ে হয়ে গেল ১৮ জন। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জি থাকা সত্ত্বেও শুরু হয়ে গেল শ্বাসকষ্ট। একশ্রেণীর নেতারা ঘর থেকে বের হতে পারল না মানুষের ক্ষোভের জন্য আরেক দল নেতা সুযোগ বুঝে ঠিক করল যে তারা অন্য দলের সাথে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ মজবুত করবে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রথম আগমন ঘটে নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসাবে প্রশান্ত কিশোরের। তার জনসংযোগ কর্মসূচি গুলি প্রভূত সাড়া ফেলে এবং এই সময়েই প্রশাসনে ঠিক ২০২১ এর নির্বাচনের আগে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেন "লক্ষ্মীর ভান্ডার" প্রকল্প। সরাসরি বাংলার সমস্ত মা-বোনেদের হাতে ৫০০-১০০০ টাকা পৌঁছে দেওয়া. প্রকল্পটি জার ই মস্তিষ্কপ্রসূত হোক না হোক না কেন, ক্ষমতার স্বপ্ন দেখতে থাকা বিজেপি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি এবং ক্ষমতার চিতো বামপন্থীরা বিষয়টিকে ভিক্ষা হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। ফলাফল ঐতিহাসিকভাবে তৃণমূলের জয় ২০২১ এর নির্বাচনে তারপর ২০২৪ এর লোকসভা পর্যন্ত বারংবার এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গে সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে। হরিয়াানা তে হারা বাজি জিতে আসার পর ঝাড়খন্ড আর মহারাষ্ট্রেও এর উপরে বাজি করে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন দেখছে শাসক।

বিজেপির সাথে মমতা ব্যানার্জির রাজনীতির ফারাক যাই থাকুক না কেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার দেশের প্রধান দল প্রায় হারতে বসা মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিংহ চৌহানের হাত দিয়ে "লাডলি বহেনা" নাম দিয়ে দিদির লক্ষ্মীর ভান্ডার মধ্যপ্রদেশে চালু করে সুফল তোলেন তারা। মুখ্যমন্ত্রীর শিবরাজ সিং চৌহান না ফিরতে পারলেও লক্ষ্মী লাভ হয় মধ্যপ্রদেশের মেয়েদের। একই পথে হেঁটে হরিয়ানাতেও সমস্ত সমীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার পরেও লক্ষ্মীর ভান্ডারের স্থানীয় সংস্করণ "হর ঘর হর গৃহিণী" চালু করে ক্ষমতায় ফিরেছে নয়াব সিং সাহানি। এর সুফল পেয়েছে হরিয়ানাতে বিজেপি সরকার বিপুল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সত্ত্বেও পুনঃ নির্বাচিত হয়ে।

একই পথের পথিক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এই প্রকল্প প্রয়োগ করতে চেয়েছে তামিলনাড়ুতে ও অন্ধ্রপ্রদেশে। ২০২৪ এর নির্বাচনে সুভদ্রা যোজনা হাত ধরে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ওড়িশাতে।

কংগ্রেস থেকে বিজেপি তে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এবং বর্তমান হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও আসামে ঘোষণা করেছে অরুনোদয় স্কিম মেয়েদের জন্য। হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছে মহিলাদের জন্য প্রত্যেক মাসে মাসিক সম্মান পেয়ারি বহেনা, আবার কর্নাটকে গৃহলক্ষ্মীর হাত ধরে ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস। তেলেঙ্গানা তেও সাথে সাথে কোন শর্ত ছাড়াই মহিলাদের একাউন্টে টাকা পাঠানোর এই স্কিমটি জনপ্রিয় হয়েছে। এছাড়াও রাজস্থানে লাখপতি যোজনা এবং উড়িষ্যার সুভদ্রা যোজনা স্বল্প সঞ্চয় মেয়েদের লোন দেওয়ার প্রকল্প। আসন্ন দিল্লি নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানুয়ারির থেকেই চালু করেছেন এই প্রকল্প আবার উত্তরপ্রদেশে যোগীর ঝুলির থেকেও এই প্রকল্প বেরোবে বলেও খবর। এই প্রকল্প সফলতার আলো দেখতে পারবে কিনা ঝাড়খন্ড ও মহারাষ্ট্রে তার জন্য আমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে কিছু ঘন্টা। কেন্দ্রে প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন বিজেপি সরকারের সক্রিয় উপস্থিতিতে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের ক্ষমতার অলিন্দে যখন বালাসাহেব ঠাকরের দল ভেঙ্গে দু'ভাগ হয়ে গেল এবং শারদ পাওয়ারের দল দু'ভাগ হয়ে গেল , পেছনের দরজা দিয়ে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাত থেকে বিধায়কদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাতে চলে গেল, এবং দেশের নির্বাচন কমিশন এবং আইন রক্ষক সংস্থাগুলি অনেকটাই চুপচাপ তাদের ভূমিকা পালন করল। তখন থেকে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে স্লোগান ছিল সহানুভূতির। সেই সহানুভূতির উপর ভর করে ২০২৪ এর নির্বাচনে সারা রাজ্যে ভালো ফল করেছে উদ্ধব ঠাকরে, শারদ পাওয়ার ও কংগ্রেস। সেই সহানুভূতিতেই দাঁড়িয়ে ২০২৪ এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাই এই জোট। মরিয়া চেষ্টা হিসেবে একনাথ সিন্ধে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও অজিত পাওয়ারেরা ভরসা করেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মাস্টার্স স্ট্রোক লক্ষ্মীর ভান্ডারের স্থানীয় সংস্করণ লাডলি বহেনার উপর। আজ পর্যন্ত যে রাজ্যেই এই প্রকল্পটি সফল রূপায়ণ হয়েছে অন্তত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মহিলা ভোট পেয়েছে রুপায়নকারী দল। ঝাড়খন্ডে হেমন্ত সরেন জেল থেকে বেরোনোর পর, স্টপগ্যাপ মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সরেন বিজেপির জালে ধরা পড়ার পর ভরসা করেছেন তার দিদির এই স্কীমটির উপরেই। আপাতত এক্সিট পোলের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে দু পক্ষই ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ধরে রাখতে পারছে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সত্ত্বেও।

এই একই পথে হেঁটে বাজি লাগিয়েছেন হেমন্ত সরেন ও একনাথ সিন্ধে। মানুষের সেন্টিমেন্ট এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্যের মহিলাদের একাউন্টে সরাসরি টাকা ট্রান্সফার করে নির্বাচনী বইতরনি পার করতে সক্ষম হয় কিনা বলবে সময়। তবে মহিলাদের সরাসরি টাকা দেওয়ার এই স্কিম আমাদের ভারতীয় সমাজের দৈন্য দশা কে চিহ্নিত করে। সামান্য মাসিক নির্ভরযোগ্য আয়ের সুযোগ যে আমাদের দেশের মহিলারা পাচ্ছেন না এই স্কীম গুলির উপর তাদের ভরসার সেটাই প্রমাণ করে। এখন দেখার বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার, আগামী দিনে সমাজের প্রত্যেকের সশক্তিকরনের উপরে বেশি ভরসা করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী উপর করার প্রয়াস করে না সরাসরি এইভাবে বেনিফিট ট্রান্সফার করে জনপ্রিয় রাজনীতি করে ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করে, এটাই লক্ষ্মীদের ভবিষ্যতে র জন্য লাখ টাকার প্রশ্ন।

বিজেপির সাথে মমতা ব্যানার্জির রাজনীতির ফারাক যাই থাকুক না কেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার জনপ্রিয় হওয়ার সাথে সাথে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার দেশের প্রধান দল প্রায় হারতে বসা মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিংহ চৌহানের হাত দিয়ে "লাডলি বহেনা" নাম দিয়ে দিদির লক্ষ্মীর ভান্ডার মধ্যপ্রদেশে চালু করে সুফল তোলেন তারা। মুখ্যমন্ত্রীর শিবরাজ সিং চৌহান না ফিরতে পারলেও লক্ষ্মী লাভ হয় মধ্যপ্রদেশের মেয়েদের। একই পথে হেঁটে হরিয়ানাতেও সমস্ত সমীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার পরেও লক্ষ্মীর ভান্ডারের স্থানীয় সংস্করণ "হর ঘর হর গৃহিণী" চালু করে ক্ষমতায় ফিরেছে নয়াব সিং সাহানি। এর সুফল পেয়েছে হরিয়ানাতে বিজেপি সরকার বিপুল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সত্ত্বেও পুনঃ নির্বাচিত হয়ে।

শিখ নেতা নিজ্জর হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মোদি জানতেন: কানাডার গণমাধ্যমে খবর

আপনজন ডেস্ক: শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যার ঘটনায় কানাডা এবার জড়াল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও। সেই দেশের সংবাদপত্র সরকারি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, কানাডায় খালিস্তান আন্দোলনের নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা নরেন্দ্র মোদি আগে থেকেই জানতেন।

কানাডার সংবাদপত্র দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেল এ খবর প্রকাশ করলেও তারা জানিয়েছে, ঘটনাটি জানলেও হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মোদি জড়িত, এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ সে দেশের গোয়েন্দাদের কাছে নেই। ভারত এই অভিযোগ 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেছেন, এমন ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য অবহেলার সঙ্গে খারিজ করা উচিত। ভারত বলেছে, এ ধরনের হাস্যকর অভিযোগ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটাবে।

কানাডার নাগরিক খালিস্তান আন্দোলনের নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে হত্যার পেছনে ভারত সরাসরি যুক্ত বলে কানাডা সরকার আগেই অভিযোগ তুলেছিল। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো পার্লামেন্টে এ অভিযোগ এনে বলেছিলেন, এমন মনে করার যথেষ্ট তথ্য তাঁদের আছে। ভারতের উচিত, তদন্তে নিযুক্ত গোয়েন্দাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। তবে ভারত শুরু থেকেই ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে আসছে। কানাডা সরকারকে তারা এ বিষয়ে প্রমাণ দিতে বলেছে। ভারতের দাবি, কানাডা এখনো কোনো তথ্যপ্রমাণ দেয়নি। কানাডার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ডেভিড মরিসন কিছুদিন আগে সে দেশের পার্লামেন্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন, নিজ্জর হত্যায় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত ছিল। কানাডা সরকারের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এবার দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেল জানাল, নিজ্জর হত্যার ছক কষেছিলেন অমিত শাহ স্বয়ং। সেই ছকের কথা জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে। দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেল-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সে দেশের গোয়েন্দারা মনে করেন, মোদিকে না জানিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্ত শাহ, জয়শঙ্কর ও দোভাল নেবেন না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

পাশারুল আলম

আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান বিলিয়নেয়ার গৌতম আদানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘুষ, জালিয়াতি এবং সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন সম্পর্কিত গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। বিচার বিভাগ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) সহ আমেরিকান কর্তৃপক্ষ আদানি, তার ভাগ্নে সাগর আদানি এবং অন্যান্য নির্বাহীদের বিরুদ্ধে ঘুষ কার্যক্রম গোপন করার এবং বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের জন্য বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এই অভিযোগগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং অবকাঠামোর প্রকল্পগুলির চারপাশে ঘোরাফেরা করে। ফরেন করাপ্ট প্র্যাকটিস অ্যাক্ট (FCPA) এবং ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইন ৭ ও ৮ ধারা লঙ্ঘনের সাথে জড়িত। দীর্ঘ দিন যাবৎ আদানি গ্রুপ বিষয়ে নানা অভিযোগ উঠে আসছে কিন্তু ভারতে যথাযথ ভাবে তদন্ত হয়না বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পর থেকে আসতে শুরু করে।

আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার প্রকৃতি হল, ঘুষ এবং জালিয়াতি। এটা অভিযোগ করা হয়েছে যে, আদানি গ্রুপের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলি একটি জ্বালানি প্রকল্পের জন্য সুবিধাজনক লাভের জন্য ভারতে ঘুষ দিয়েছে। এর মধ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করার অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত।

শুধু তাই নয়, আদানি নির্বাহীদের বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার, প্রমাণ মুছে ফেলা এবং কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। আদানি গ্রুপ এ বিষয়ে আমেরিকা কর্তৃপক্ষকে কোন উত্তর দিয়েছেন কিনা ? জানা যায়নি। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ৭, ৮, ৯,, গ্লোবাল ইমপ্লিকেশনস তালিকাভুক্ত কোম্পানি Azure Power Global-এর অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার এবং নির্বাহীদের সাথে এই ক্রিয়াকলাপ গুলির সহযোগিতা জড়িত বলে বলা হয়েছে।

এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য আইনি পরিণতি মোটেই ভালো নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত হলে, আদানি এবং তার সহযোগীরা গুরুত্বপূর্ণ শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতিবিরোধী আইন লঙ্ঘন। এই ধরনের আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত হলে দীর্ঘ কারাদণ্ড হতে পারে (নির্দিষ্ট কিছু জালিয়াতির অভিযোগে 20 বছর পর্যন্ত) এবং যথেষ্ট জরিমানা হতে পারে, প্রায়ই প্রতি লঙ্ঘনের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।

একটি বিদেশি কোর্টের আনিত অভিযোগ বিষয়ে ভারত এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। এখনো পর্যন্ত সরকারী অবস্থান হল, ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রমে সরাসরি মন্তব্য করা থেকে অনেকাংশে বিরত থেকেছে। যাইহোক, এটি নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান এবং আদানি গ্রুপের সাথে এর কথিত নৈকট্য সম্পর্কিত বর্ধিত তদন্তের মুখোমুখি। তাই ভারত সরকার সমস্ত কিছু ভেবেচিন্তে হয়তো প্রতিক্রিয়া দিবেন।

পাশাপাশি বিরোধীদের সমালোচনা জোর পেয়েছে। ভারতের বিরোধী দলগুলির নেতারা, যেমন কংগ্রেস পার্টি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের সমালোচনা করার মুহূর্তটি দখল করেছে। এটিকে আদানি গ্রুপের পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ করেছে রাহুল গান্ধী বিষয়টির ব্যাপক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই অভিযোগগুলি ভারতের বৈশ্বিক খ্যাতি ক্ষুন্ন করছে। তিনি আদানি গ্রুপের চেয়ার পার্সনের গ্রেপ্তার করার দাবি পর্যন্ত জানিয়েছেন।

রাতারাতি এই ঘটনা ঘটেছে তা কিন্তু নয়। এই অভিযোগ গুলি হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের আগের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আসে। যা আদানি গ্রুপকে স্টক ম্যানিপুলেশন এবং অফশোর ট্যাক্স হেভেন গুলির অনুপযুক্ত ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করেছিল। এটি ভারতে একাধিক নিয়ন্ত্রক তদন্তের সূত্রপাত করেছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থায় নাড়া দিয়েছে। এর ফলে আদানি গ্রুপ কোম্পানিগুলি স্টক মূল্যের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যদিও আদানি গ্রুপ থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনিত অভিযোগগুলি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।

যেহেতু বিষয়টি এখনো পর্যন্ত অভিযোগের পর্যায়ে রয়েছে এবং তদন্ত সাপেক্ষ। তাই তড়িঘড়ি করে অভিযোগের সত্যতা বিষয়ে মন্তব্য না করে বলা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৌতম আদানির বিরুদ্ধে মামলাটি বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান তদন্ত এবং দুর্নীতিবিরোধী আইনগুলির সাথে তাদের সম্পত্তির কোনো ধরনের অসংগতি থাকলে তা তুলে ধরতে পারে। এই আইনি প্রক্রিয়ার ফলাফল শুধুমাত্র আদানি গ্রুপের জন্য নয়, ভারতের কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপের জন্যও সুদূরপ্রসারী পরিণতি হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার প্রভাব যেমন পড়বে তেমনি আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই উদঘাটন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে, অনেকেই মনে করেন। আমাদের বিশ্বাস আদানি গ্রুপ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইনি লড়াই লড়বেন।

প্রথম নজর

বাগমারী হাই মাদ্রাসায় অশ্রুঘন পরিবেশে বিদায় সংবর্ধনা শিক্ষক রউফকে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়নগর বিধানসভার বাঘমারি মাদ্রাসায় এক শিক্ষকের অবসর গ্রহন উপলক্ষে বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল।এদিন জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার বাঘমারি মাদ্রাসার পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোতলেবের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসার শিক্ষক আবদুর রউফ লস্করের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে অশ্রুঘন পরিবেশে বিদায়-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন প্রাপক শিক্ষক মোফাক্কার হোসেন মল্লিক, বাগমারি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোতালেব, বাগমারি হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সম্পাদক হাসান সরদার,আবদুর রউফ লস্কর, শিক্ষিকা সাবেরা খান,শিক্ষক তথা জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাইজিদ মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকের কর্মজীবনের নানা দিকের উপর সমবেত গুনীজনেরা আলোকপাত করেন।মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর একাডেমিক রেকর্ড প:ব:মা:শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিততৎকালীন মোট ৩টি পরীক্ষা - মাধ্যমিক সমতুল ‘আলিম’, উ:মা: সমতুল ‘ফাজীল’, এবং গ্রাজুয়েশন সমতুল ‘এম,এম,’ বোর্ড পরীক্ষায় যথাক্রমে ‘২য়’ ‘৪র্থ’ ও ‘৩য়’ ব্যাঙ্ক স্থান অধিকার করেছিল। উল্লেখ্য ওইসময় (১৯৮০,১৯৮২,১৯৮৫) এ রাজ্যে কেবলমাত্র চালু থাকা দুটি স্কলারশিপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ‘জাতীয় মেধাবৃত্তি’ ও ‘হাজী মোহাম্মদ মহসিন স্টাইপেন্ড’ লাভ করেন।কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজ, আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং আলীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পান। উনি সাহিত্য চর্চা ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু ছাত্র বয়সে। আরবি উর্দু পত্রিকা থেকে বাংলা অনুবাদের কাজ করেছেন।ছাত্র জীবন থেকেই ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর সামাজিক সচেতনতার বিকাশ ঘটে।শিক্ষকতা জীবনে বিবিধ সামাজিক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন ও বিজ্ঞান মনস্ক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দেন। প্রথম কর্মস্থল খেড়িয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।২০০৬ সালে বর্তমান মাদ্রাসায় যোগ দেওয়ার অল্প কয়েক বছর পর থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদক হিসেবে এবং কয়েক বছর শিক্ষক প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন।বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ক্যুইজ,কেরাত,বিতর্ক, তাৎক্ষনিক বক্তব্য, স্পোর্টস সহ একাধিক সংস্কৃতি মূলক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।এদিন তাঁর মতন শিক্ষকের অবসরগ্রহনে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন শিক্ষক, শিক্ষিকা,মাদ্রাসার কর্মচারী থেকে শুরু করে সদ্য অবসর নেওয়া শিক্ষক আবদুর রউফ লস্কর নিজেই। তিনি এদিন বলেন,এই মাদ্রাসা আমাকে যখন ডাকবে আমি চলে আসবো। এই বিদায়ে আমার খুব কস্ট হচ্ছে।তবে লেখালেখি চালিয়ে যাবো।

কন্যাশ্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত মেয়েদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত সাফানগর হাই স্কুল, ব্লক প্রশাসন ও শক্তিবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে এই সচেতনতা শিবিরটি আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিত ছিলেন, বিএসএফ এর হিলি বিওপির তরফে ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ ইকবাল, অক্ষি কুমারী, সঞ্জয় হালদার, অজিত সিং, পার্বতী নাইডু, রানী খুশবু, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, ভিক্টিম সাপোর্ট পার্সন স্বরূপ বসাক ও দেবু সরকার, অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের সুপারভাইজার সোনালী দে। ইন্সপেক্টর অক্ষি কুমারী তাঁর বক্তব্যে কিভাবে মেয়েদের মোবাইলের মাধ্যমে প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হচ্ছে, সেই বিষয়টি তুলে ধরেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। জানাগেছে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা কে বাল্য বিবাহ মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা প্রশাসনের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে জেলা জুড়ে বিশেষ প্রচার অভিযান। সচেতনতা বাড়াতে মেয়েদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

দেগঙ্গায় পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের বেড়াচাঁপায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু পলিটেকনিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে। এই রক্তদান শিবিরে পলিটেকনিকের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক মিলিয়ে ৬৩ জন রক্তদান করেন। নীলরতন সরকার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক ইউনিট এই রক্ত সংগ্রহ করে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ বিধানচন্দ্র জোতদার, রিংকু সাহাজি,ডঃ অনুপ সরকার,ডঃ পার্থপ্রতিম ঘোষ, মানিক মুখার্জী,প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস, সলমন হোসেন, তিথি মাহাতো, নিতাই চন্দ্র ভৌমিক, পলাশ ঘোষ, শুভাশিষ চন্দ্র, সুজিত কুমার দে সহ আরও অনেকে।

ছেলের ঋণ শোধ করতে বাধ্য করার চাপে আত্মঘাতী বাবা

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ছেলের ঋণ শোধ দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল বাবাকে। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতি হলেন বাবা। বৃহস্পতিবার সকালের ওই ঘটনা বড়ঞা থানার বদুয়া গ্রামের। পুলিস জানিয়েছে, মৃতের নাম জমিরউদ্দিন শেখ(৬৯)। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনায় পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মৃতের বাড়ির কিছুটা দূরেই একটি গাছে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ তে পান বাসিন্দারা। পরে তাঁরা পুলিসে খবর দিলে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। তবে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পরেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য নেমে আসে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠে, বেসরকারি সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ শোক করতে না পারায় বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছেন। মৃতের স্ত্রী সেলিনা বিবি বলেন, আমার স্বামী নয়। ঋণ নিয়েছিল আমার ছেলে। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার কাছে থেকে সাপ্তাহিক পরিশোধে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল। এরপর কয়েকটা কিস্তিও দিয়েছিল। এরপর ঋণের চাপে ছেলে খোন থেকে চলে গিয়েছে মুম্বাইয়ে।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিনমাস আগে মৃতের ছেলে সেলিম শেখ স্ত্রী সহ তিন কন্যা সন্তানকে নিয়ে মুম্বাই চলে যায়। সেই চাপ পড়ে যুবকের বাবার উপর। অভিযোগ, ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় মৃত বৃদ্ধকে চাপ দিত সংস্থার কর্মিরা। এমনকি বাড়ি বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এরফলে আতঙ্কে ও লজ্জায় মুখ রাখা দায় হয়ে পড়ে বৃদ্ধের। এরপর এদিন সকালে বৃদ্ধর দেহ উদ্ধার করে পুলিস।
মৃতের দাদা হিরণ শেখ বলেন, ঋণ আদায়কারিরা প্রতিদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাইয়ের বাড়িতে এসে বসে থাকত। বিভিন্নভাবে ভয় দেখান হত ভাইকে। এমনকি ভাই একমাত্র সম্বল বাড়িটিও বিক্রি করতে উদ্যোত হয়েছিল। ভাইকে আমার বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার কথাও দিয়েছিলাম। কিন্তু এরপর সব শেষ হয়ে গেল।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলেও কয়েকজন ঋণ আদায়কারি মৃতের বাড়িতে এসে বসেছিলেন। তাঁরা রীতিমত বৃদ্ধকে চাপ দিতে থাকে। ঋণ শোধ না করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দেয়। যদিও সংস্থার কর্মিরা এনিয়ে মুখ খুলতে চাননি। বড়ঞা থানার পুলিস জানিয়েছে, মৃত্যুর ঘশটনায় এখনও কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুদের অধিকার নিয়ে খবরের জন্য ‘শিশুশ্রী’ সম্মান আসিফ, মনসুরকে

নন্দনে ‘শিশুশ্রী’ সম্মান গ্রহণ করছেন মুহাম্মদ আসিফ। (ডানদিকে) ‘শিশুশ্রী’ সম্মান গ্রহিতা মনসুর হবিবুল্লাহ।

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শিশুদের অধিকার নিয়ে খবর লেখার জন্য ‘শিশুশ্রী’ পুরস্কার পেলেন সাংবাদিক মুহাম্মদ আসিফ, মনসুর হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন কর্তৃক কলকাতার নন্দনে বৃহস্পতিবার তাকে পুরস্কৃত করা হয়। বিশিষ্ট গায়ক সৌমিত্র রায় তাকে মেমেন্টও তুলে দেন। রাজ্য সভার প্রাক্তন সাংসদ তদা নাট্যকার অর্পিতা ঘোষ সার্টিফিকেট দেন। এদিন ইংরেজি দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বর্ধানের সাংবাদিক মুহাম্মদ আসিফ, বর্তমান পত্রিকার কোচবিহারের সাংবাদিক মনসুর হাবিবুল্লাহ সহ রাজ্যের নয়জন সাংবাদিককে এদিন শিশুশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়।
দিনহাটার দড়িবস জারি ধরলা এলাকার মাধ্যমিক ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার কষ্টের কথা তুলে ধরেন মনসুর হাবিবুল্লাহ। নদীর চর পেরিয়ে বিএসএফ চেকিং অতিক্রম করতে তাদের প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগতো। এত বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে অনেকেই পরীক্ষা দিতে অনেকেই অনিচ্ছুক ছিল। এই খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ও বিএসএফের কর্তারা। ৩৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সকলেই পাস করে। শিশুদের এই অধিকার জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্যই পুরস্কৃত হলেন মনসুর হাবিবুল্লাহ। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা অডিও বার্তায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন তুলিকা দাস, এই আয়োগের অ্যাডভাইজার সুদেষ্ণা রায়, ইউনিসেফের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ডঃ মনজুর হোসেন, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজাময় মুখোপাধ্যায় , গায়ক সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র রায়, নাট্যকার অর্পিতা ঘোষ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মহুয়া সাতরা।
পুরস্কার পেয়ে মুহাম্মদ আসিফ জানান, ইংরেজি প্রিন্ট মিডিয়ায় শিশু অধিকার সংক্রান্ত সেরা প্রতিবেদন লেখার জন্য শিশুশ্রী পুরস্কার ২০২৪পরপর তিন বছর পেয়ে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত। মনসুর হাবিবুল্লাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই সম্মান আমাকে আরো ভালো লেখার উৎসাহ যোগাবে।

কৃষকদের সমস্যা নিরসনে সামাজিক ন্যায় মঞ্চের স্মারকলিপি ডিএমকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার কৃষকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধান দাবিতে সামাজিক ন্যায় ও স্বাধিকার মঞ্চ এক স্মারকলিপি জেলাশাসকের কাছে দাখিল করেছে। কৃষকেরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো শস্য উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কালোবাজারি, নিম্নমানের বীজের বিক্রি এবং হিমঘরের অভাব। স্মারকলিপিতে উত্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল: কৃষকেরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, অন্যদিকে শস্য উৎপাদন সামগ্রীর দাম লাগামছাড়া। বিশেষ করে রাসায়নিক সার, বীজ এবং কীটনাশকের ক্ষেত্রে এমআরপি ও বাজারমূল্যের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরিয়ার এমআরপি ২৬৬ টাকা হলেও এটি ৩০০-৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে ডিএপি এর এমআরপি ১৩৫০ টাকা হলেও ২০০০-২৫০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। অনেক দোকানদার শস্য উৎপাদন সামগ্রী বিক্রি করার সময় সঠিক ও সীলযুক্ত পাকা ক্যাশ মেমো প্রদান করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। দোকানগুলিতে এমআরপি এবং স্টকের তথ্য প্রদর্শনের জন্য যথাযথ বোর্ড রাখার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও তা মানা হচ্ছে না। এতে কৃষকদের সঠিক তথ্য জানার সুযোগ ব্যাহত হচ্ছে।
স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, অনেক দোকানদার নিম্নমানের জীবাণুযুক্ত বীজ বিক্রি করছেন। এমনকি, সার্টিফায়েড বীজের সঙ্গে নিম্নমানের বীজ মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের ফসলহানির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কৃষি পণ্যের সঠিক সংরক্ষণের জন্য ব্লক পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে হিমঘর স্থাপনের দাবি জানানো হয়েছে। হিমঘরের অভাবে কৃষকেরা উৎপাদিত আলু ৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন, যা পরে বাজারে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আলু, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন পণ্যের কালোবাজারি রোধ এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

বাদুড়িয়ায় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ফের পোস্টার পড়ল

এহসানুল হক ● বসিরহাট

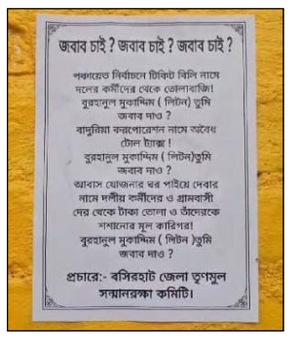

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায় ফের তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল তৃণমূলের সম্মান রক্ষা কমিটির নামে। এবার জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়ল । বৃহস্পতিবার সকালে বাদুড়িয়া বিভিন্ন এলাকায় পোস্টারগুলি দেখা যায়।
পোস্টারগুলি কে বা কারা লাগিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে এই পোস্টারকে ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বাদুড়িয়ায়। বৃহস্পতিবার সকালে রাস্তার ধারে একাধিক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় পোস্টার। সেখানে বুরহানুল লিটনের নামে মূলত ৩টি অভিযোগ আনা হয়েছে। পোস্টারে অভিযোগ করা হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বিলির নামে দলের কর্মীদের থেকে তোলাবাজি করেছেন লিটন। বাদুড়িয়া পুরসভার নামে অবৈধ টোল ট্যাক্স তুলছেন তিনি। এছাড়া, আবাস যোজনার নামে দলের কর্মী ও গ্রামবাসীদের থেকে টাকা তোলা ও তাদের শাসানোর মূল পান্ডা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকে। পোস্টার ঘিরে বাদুড়িয়া শহরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এব্যাপারে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এই বিষয়ে বসিরহাট সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি বলেন, ‘সবার হাতে কলম ও কাগজ রয়েছে। তাই যে কেউ যা খুশি লিখতে পারে। এসবের কোনও মানে নেই, তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই এইসব করে বেড়াচ্ছে বিরোধীরা, এদিন তিনি আরো বলেন পঞ্চায়েত ভোট তো অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে তখন তো এইসব অভিযোগ বলার কথা ছিল, এখন কেন।’ স্থানীয় বিজেপি নেতা কাশেম আলি বলেন, তৃণমূল নেতা বুরহানুল মুকাদ্দিমের নামে ভুরিভুরি অভিযোগ রয়েছে, আজ দলের কর্মকর্তা রায় সেই খোব উগরে দিলেন পোস্টারের মাধ্যমে, অন্যায় কোনদিন চেপে থাকেনা, যারা এই কাজটি করেছেন সেই সব তৃণমূল নেতাদের ধন্যবাদ জানাই। এই বিষয় নিয়ে বাদুড়িয়া টাউন কংগ্রেসের সভাপতি অসীম ব্যানার্জি তিনি বলেন, আমরা কয়েকটি ইলেকট্রিক মিডিয়ায় এই খবর দেখেছি, আমরা বলব যদি সত্যিই এই ঘটনা ঘটে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক, এই ঘটনা নিয়ে সরকারে যারা দায়িত্বে রয়েছেন তারা অবিলম্বে তদন্তে নামুক।

বন দফতরে চিকিৎসা চলা বিরল প্রজাতির পেঁচা নিখোঁজ!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: বন দফতরের গাফিলতিতে চিকিৎসাধীন এক বিরল প্রজাতির পেঁচা বনদপ্তরের অফিস থেকে আচমকা নিখোঁজ। তদন্তের দাবি জানাল বন্যপ্রেমীরা। গত ২৮ শে অক্টোবরের রাতে বকুলতলা থানার প্রিয়নাথের মোড় এলাকা থেকে একটি বিরল প্রজাতির অসুস্থ পেঁচাকে স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার করে মানবাধিকার কর্মী মিঠুন মন্ডল ও সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন বন দফতরে তুলে দেওয়ার জন্য।
আর তার পরে ২৯ শে অক্টোবর মানবাধিকার সংগঠনের (এপিডিআর) কর্মী মিঠুন মন্ডল ও সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালের প্রাণী চিকিৎসক ডা: সোভন বিশ্বাসের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অপারেশনের মাধ্যমে আহত পেঁচাটির ভেঙে যাওয়া ডানার তিন টুকরো হাড় স্টিক দিয়ে বেন্ডেজ করার পর চার রকমের ঔষধ দেন। এবং ২১ দিন পর আবার ঐ পেঁচাটিকে তাঁর কাছে আনতে বলেন।
এরপর মানবাধিকার সংগঠনের কর্মী মিঠুন মন্ডল এবং সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় বন দফতরের বারুইপুর রেঞ্জের কুলতলি বনদপ্তরের পিয়ালির বিট অফিসে অসুস্থ পেঁচাটিকে তুলে দিয়ে আসেন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সহ।চিকিৎসকের কথা মতন ১৯ শে নভেম্বর মঙ্গলবার আবার অসুস্থ পেঁচাটিকে ঐ প্রাণী চিকিৎসকের কাছে আনতে গিয়ে দেখেন পিয়ালি বিট অফিসে ঐ পেঁচাটি নেই।
এ ব্যাপারে কুলতলি বন দফতরের পিয়ালি বিট অফিসার জাফর মোল্লা মঙ্গলবার বলেন,চিকিৎসা চলাকালীন পেঁচাটি উড়ে গেছে। এতে তাঁর কিছু করার নেই। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণে থাকার পরে কি করে অসুস্থ পেঁচাটি পালালো তাঁর উওর তিনি দিতে পারেন নি।কিন্তু একটা আনফিট অসুস্থ পেঁচাটিকে এই ভাবে ছেঁড়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করেন ঐ অসুস্থ পেঁচাটির চিকিৎসক ডা: শোভন বিশ্বাস।

আমিনিয়া বালিকা মাদ্রাসার ঈসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা বারাসাত থানার অন্তর্গত মুরুলি গ্রামে সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া বালিকা মাদ্রাসা অবস্থিত। উক্ত মাদ্রাসায় শতাধিক ছাত্রী আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার মেলবন্ধনে পঠন পাঠন করে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ঈসালে সওয়াবকে কেন্দ্র করে দু'দিন ব্যাপী ছাত্র-ছাত্রী ইসলামী সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে কিরাত, গজল, হামদ, তাৎক্ষনিক বক্তৃতা, মুকালামা ও ক্যুইজ কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হযরত মাওলানা আকবর আলী জানান, উক্ত ইসালে সওয়াব মহফিলে বক্তব্য রাখেন, ফুরফুরা শরীফের মাওলানা জুনায়েদ সিদ্দিকী, হযরত মাওলানা আসিম বিল্লাহ সিদ্দিকী, কারী বাহারুল ইসলাম, মাওলানা মোশারফ প্রমুখ।
এছাড়া ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল খালেক, প্রগ্রেসিভ ফাউন্ডেশনের সিয়ামত আলী, সিরাতের সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান, দত্তপুকুর থানার আইসি সুজিত চট্টপাধ্যায়, ইমাম হাবিবুর রহমান, আইনজীবী মাইনুল হক, হাফেজ আনসার আলি, মাওলানা মোফাজ্জল হক প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রয়াত সংখ্যালঘু যুবনেতা

নুরুল ইসলাম খান ● বারাসত

আপনজন: সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক বারাসাত ২ নং ব্লকের গোলাবাড়ির বাসিন্দা মহঃ তৈয়েবুর রহমান বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি...)। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়েছে পরিবারে ও সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনে। শোক প্রকাশ করে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মহঃ কামরুজ্জামান বলেন তৈয়েবুর দক্ষ সংগঠক ছিল, ওঁর ইন্তেকালে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেলো। মহান আল্লাহ তাঁর পরিবারকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দান করুন ও তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহঃ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল তাঁর বাড়িতে পৌঁছায়, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। পরিবার সূত্রে খবর জ্বর ও বুকে ইনফেকশন জনিত কারনে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর। শুক্রবার জুমার নামাজের পর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

ক্যানিংয়ে সাইকেল বাইক সংঘর্ষে জখম ২

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সাইকেল-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন দুই যুবক। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং-গোলাবাড়ি রোডের তালতলা এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বাইক আরোহী গোপাল সরদার ও সাইকেল আরোহী অচিন্ত্য খাঁ।স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় দুজনকে কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জখম দুই যবকের মধ্যে সাইকেল আরোহী যুবকের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটকজন হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সাইকেল আরোহী যুবক সাতমুখি বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। অন্যদিকে অপর ওই যুবক বাইক চালিয়ে আসছিলেন। তালতলা এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সংঘর্ষ হয় সাইকেলের সাথে বাইকের। ঘটনাস্থলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুই যুবক। গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা রাতের অন্ধকারে দুই যুবক কে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

নন্দীগ্রামের সভায় কুনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: নন্দীগ্রাম এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তার প্রতিবাদে নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত ব্যানার্জি, শেখ শামসুর আলম চিত্তরঞ্জন মাইতি, শেখ আব্দুস সামাদ সব অনেকেই।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭

https://bbinursing.com

Project of Amanat Foundation

ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

https://ashsheefahospital.com

Project of AshSheefa Group

মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM

(3Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ

ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

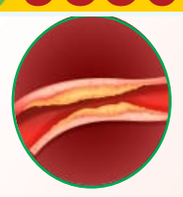
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

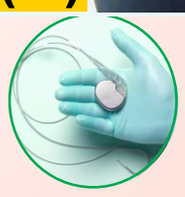
পেশমেকার

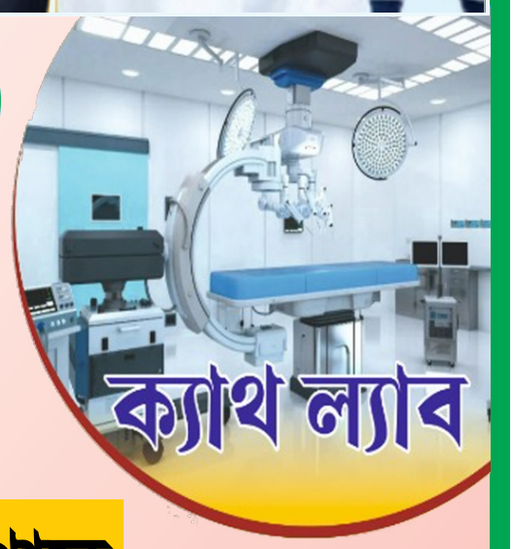

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

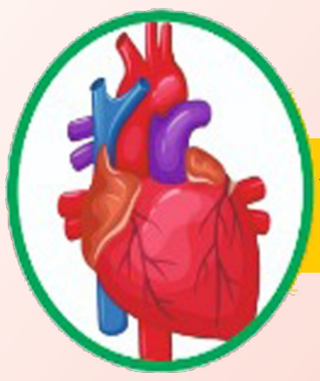
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

বুঝে পড়ি ডাক্তারি

MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB

দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে

ভর্তির সু-পরামর্শ

9804281628 /8100057613

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE

Park Circus Kolkata

www.checkmatecareer.com

ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

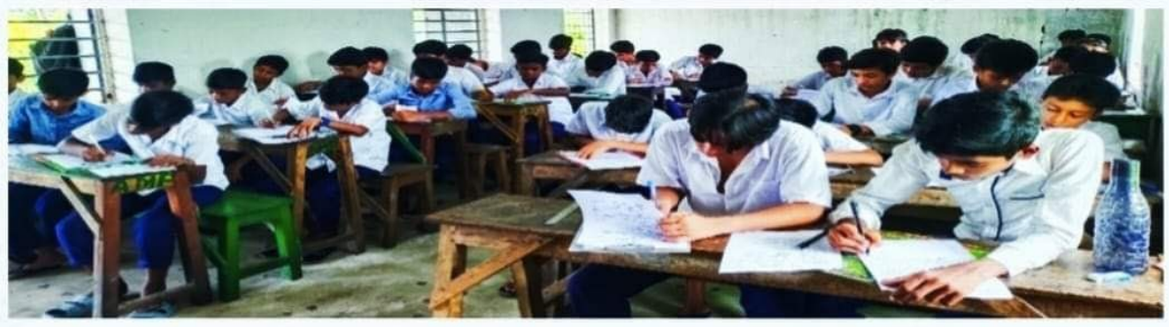

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা

নাবাবীয়া মিশন

প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক

মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬

ADMISSION OPEN

বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)

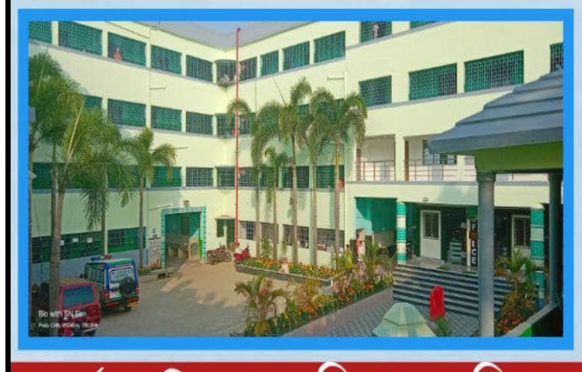

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
(Online + Offline)

পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা

ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org

Mob. 9732381000 / 9732086786

মেসিকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেই ফাউল, রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেরু অধিনায়কের

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচটা হয়েছে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসে। সাধারণত যে দলের মাঠে খেলা হয়, তাদেরই বেশি আক্রমণাত্মক দেখা যায়। তবে আজকের আর্জেন্টিনা-পেরু ম্যাচের শৃঙ্খলাবিষয়ক পরিসংখ্যান বলছে, ম্যাচে বেশি ফাউল করেছে পেরু। আর্জেন্টিনার ১০ ফাউলের বিপরীতে পেরুর ফাউল প্রায় দ্বিগুণ–১৮টি। তবে পেরু অধিনায়ক পাওলো গিরেরোর অভিযোগ, আর্জেন্টিনার ফাউলই ছিল বেশি। কিন্তু রেফারি সেসব এড়িয়ে গেছেন। পক্ষপাতমূলক আচরণ করে পেরুর বিরুদ্ধেই বারবার ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছেন। এমনকি লিওনেল মেসিকে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেও ফাউল ডাকা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের (কনমেবল) খেলায় আজ আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে পেরু। ম্যাচে দলটি মোট ৩টি লাল কার্ড দেখেছে। দুটি হুলিয়ান আলভারেজকে, একটি আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টারকে ফাউলের দায়ে। মেসিকে ফাউল করার দায়ে কেউ কার্ড দেখেননি। তবে বারবার ফাউলের বাঁশি বাজানোয় স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ পেরু অধিনায়ক। ৪০ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার ম্যাচ শেষে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি জানি না আপনারা এই ম্যাচকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন বা কী খুঁজে পাবেন। কিন্তু শারীরিকভাবে আমরা অনেক পিছিয়ে ছিলাম। রেফারি যখন ম্যাচে প্রভাব ফেলে, সেটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের ওপর চাপ তৈরি করে গেছেন।’ ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে দুই মৌসুম বায়ার্ন মিউনিখে খেলেছেন গিরেরো। বর্তমানে পেরুর ক্লাব সিজার ভালেওতে খেলা এই অভিজ্ঞ ফুটবলার রেফারির পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ দিতে গিয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসির প্রসঙ্গ টানেন, ‘আমাদের ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা ফাউলও ডাকা হয়নি। কিন্তু আমরা যখন মেসিকে একটা আঙুল দিয়েও স্পর্শ করেছি, রেফারি ফাউল ডেকে বসেছেন। কেউ এ নিয়ে কিছুই বলেনি। কারণ ওটা মেসি ছিল।’ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকায় আর্জেন্টিনা ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে অবস্থান করছে। ২০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে উরুগুয়ে। পেরু ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১০ দলের মধ্যে সবার নিচে।

আইপিএল নিলামে এবার রেকর্ড ২৫ কোটি টাকা

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল নিলাম মানেই কোটি কোটি টাকার ছড়াছড়ি। মুহূর্তের মধ্যেই ভাগ্য পরিবর্তনের মঞ্চ। নামমাত্র ভিত্তিমূল্যে নিলামে আসা অনেক ক্রিকেটারই কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে যান। তারকাদেরও ওঠে চড়া মূল্য। অনেকের ক্ষেত্রে মূল্যের আগে চড়া যোগ করেও তাঁর দামকে ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে যায়। এই যেমন গত বছরের নিলামে মিচেল স্টার্কের দাম ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় উঠে যাওয়া। আইপিএল ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। স্টার্কের ভালো দাম পাওয়া প্রত্যাশিতই ছিল। তাই বলে ২৪ কোটির বেশি! ২৪ কোটি দেখে চোখ কপালে তুলে লাভ নেই। দুই দিন পরই বসছে আইপিএল নিলামের মেগা আসর। এবার তো স্টার্ককেও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেন! প্রশ্নটি হচ্ছে, কে ছাড়াবেন স্টার্ককে? অনেকগুলো নামই সামনে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম আসবে নিলামে মার্কি তালিকায় থাকা ক্রিকেটারদের নাম। এবারের নিলামে মার্কি তালিকায় আছেন ১২ জন। তাঁদের ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে। প্রথম সেটে রাখা হয়েছে জশ বাটলার, ঋষভ পন্ত, শ্রেয়াস আইয়ার, কাগিসো রাবাদা, অর্শদীপ সিং ও মিচেল স্টার্ককে। দ্বিতীয় সেটে রাখা হয়েছে যুজবেন্দ্র চাহাল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মিলার, লোকেশ রাহুল, মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজকে। তাঁদের প্রত্যেকেরই চড়া মূল্যে বিক্রির সম্ভাবনা আছে। তবে ২৪ কোটি? এটা একটু বেশিই। স্টার্ককে ছাড়ানোর সম্ভাবনার তালিকা করতে গেলে সংখ্যাটা হয়তো আরও কমে আসবে। চাহাল, অর্শদীপদের পেছনে এত টাকা খরচের সম্ভাবনা কমই। যদিও আইপিএল নিলাম নিয়ম মেনে চলে না, হতে পারে অনেক কিছুই! এরপরও সম্ভাবনার বিচারে এগিয়ে থাকবেন পন্ত, বাটলার। দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে দেওয়া পন্ত আইপিএলে শুধু দিল্লির হয়েই খেলেছেন। মানে পন্ত ঠিক পন্ত হয়ে ওঠার পর এখনো নিলামেই ওঠেননি। সেদিক থেকে পন্তের মূল্য কততে গিয়ে দাঁড়ায়, সেটা দেখার বিষয়। বাটলারও ২০১৮ সাল থেকে রাজস্থান রয়্যালসে খেলছেন। এবার তিনিও থাকছেন নিলামে। স্ট্রাইক রেট বলুন, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর চাহিদা বলুন–সবকিছু বিবেচনাতেই বাটলারের দাম এবার আকাশ ছোঁয়ার কথা। তবে স্টার্ককে কি ছাড়াতে পারবেন? লিভিংস্টোন, মিলার, রাহুলরাও নিলাম টেবিলে অনেকক্ষণ থাকবেন ধরেই নেওয়া যায়। তালিকায় থাকা রাবাদা, গত মৌসুমে কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করা শ্রেয়াস আইয়ারদের চড়া দাম উঠতে পারে। তবে তাদের ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিকে ছাড়ানো একটু কঠিন। আচ্ছা, স্টার্ক নিজে কি নিজেকে ছাড়াবেন? গত মৌসুমে কলকাতার হয়ে ওভারপ্রতি ১০ রানের বেশি খরচ করা স্টার্কের জন্যও কাজটা কঠিন। বিশেষ এই তালিকার বাইরে থাকা ক্রিকেটাররাও আসলে রেকর্ড গড়তে পারেন। সে ক্ষেত্রে সবার আগে নাম আসবে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। গত ৪ মৌসুম ধরে ম্যাক্সওয়েল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে খেলছেন। এবার আর তাঁকে ধরে রাখেনি দলটি। আইপিএলে এই অস্ট্রেলিয়ানের চাহিদা সব সময়ই আকাশচুম্বী। শুধু তাঁর নয়, আইপিএলে অস্ট্রেলিয়ানদেরই চাহিদা বেশি। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়া ১০ ক্রিকেটারের মধ্যে ৪ জনই অস্ট্রেলিয়ার। গত মৌসুমের নিলামে তো প্রথমে সর্বোচ্চ মূল্যের রেকর্ড গড়েছিলেন প্যাট কামিন্স। এর কিছু সময় পরই তাঁর ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকার রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েন স্বদেশি স্টার্ক। সম্প্রতি ভারত সিরিজে ভালো করা নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র ও গ্লেন ফিলিপসকেও আমলে নিতে হবে। আলোচনায় থাকবেন প্রোটিয়া ফাস্ট বোলার আনরিখ নর্কিয়া এবং কিউই পেসার লকি ফার্গুসনও। তবে অনেক কিছুই নির্ভর করবে দলগুলোর নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ওপরে। গত মৌসুমে কামিন্সকে যেমন যে করেই হোক দলে পেতে পেয়েছে হায়দরাবাদ। এবারও তাঁকে ধরে রেখেছে দলটি। এমন অনেককে নিয়েই বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। দাম চড়া হয়ে ওঠে এসব বিবেচনাতেই! এবার কার কপাল খোলে দেখা যাক।

অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্ট লড়াই: ইতিহাস যেভাবে ভারতের দিকে হেলে পড়ল

আপনজন ডেস্ক: রাত পোহালেই ফুরাচ্ছে অপেক্ষার পালা। কাল সকালেই মাঠে গড়াচ্ছে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের পাঁচ ম্যাচের সিরিজটা শুরু হচ্ছে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস নিয়ে। দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ের সাম্প্রতিক ইতিহাসই এই সিরিজ নিয়ে আগ্রহের পারদ চড়িয়েছে। অথচ একটা সময় ছিল অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজ মানেই ছিল অস্ট্রেলিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। অস্ট্রেলীয় দাপটের সেই ছবিটা পাল্টেছে ১৯৯৬ সালে দুই দলের সিরিজের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি নামকরণের পর। এরপর যতই সময় গড়িয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ শুধু বেড়েছেই। এতটাই যে ১৯৯১-৯২ মৌসুমের পর আবারও পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলতে যাচ্ছে দুই দল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজে অ্যাশেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ম্যাচ বেড়েছে দর্শক আগ্রহ ও ক্রিকেট বাণিজ্যকে মাথায় রেখেই। ২০০৯ সালের পর অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ও ইংল্যান্ড-ভারতের বাইরে এই প্রথম আরেকটি পাঁচ ম্যাচের দ্বৈরথ দেখতে যাচ্ছে ক্রিকেট।

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির শুরু

১৯৯৬ সালে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি চালুর কথা আগেই বলা হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার ও ১১ হাজার রানের ক্লাবের পত্তন করা দুই ব্যাটসম্যানের সম্মানে সিরিজের নামকরণের পর সে বছরের অক্টোবরে দিল্লিতে একটি টেস্ট খেলে দুই দল। ভারত ম্যাচটি জিতেছিল ৭ উইকেটে। ১৯৮১ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের সেটিই ছিল প্রথম টেস্ট জয়। ভারতের উইকেটকিপার নয়ন মঙ্গিয়ার প্রথম ইনিংসে করা ১৫২ রানই পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল সেই ম্যাচে।

বদলে যাওয়া ইতিহাস

খ্রিষ্টের জন্মের আগে-পরের মতোই অস্ট্রেলিয়া-ভারত টেস্ট লড়াইটাকেও ১৯৯৬ সালের আগে ও ১৯৯৬ সালের পরে পরিষ্কার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলে ১৯৪৭ সালে। সেই সিরিজ থেকে ১৯৯৬ সালে আগে দুই দলের ১২টি সিরিজে মাত্র একবারই সিরিজজয়ী দলের নাম ছিল ভারত। অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল সাতবার। ১৯৯৬ সালের পর পরিসংখ্যানটা বদলে গিয়ে ভারী করেছে ভারতের পাল্লা। ১৯৯৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দুই দলের ১৫টি সিরিজের ৯টিই জিতেছে ভারতীয়রা। এ সময়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে পাঁচবার। তবে অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ সিরিজ জয়ের পর কেটে গেছে ১০ বছর। ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সর্বশেষ সিরিজ জেতার পর দুই দলের চারটি টেস্ট সিরিজই জিতেছে ভারত। এর মধ্যে ২০১৮-১৯ ও ২০২০-২১ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় টানা দুটি সফরে সিরিজ জিতেছে ভারত। অথচ এই দুই সিরিজের আগে ১১ বারের চেষ্টায় ভারতের সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল তিনবার সিরিজ ড্র করা। ভারতীয় আধিপত্যের সূচনা ১৯৯৬ সালে দিল্লিতে একমাত্র টেস্ট জয়ের দেড় বছর পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ১৯৯৮ সালের সিরিজে চেন্নাইয়ে সিরিজের প্রথম টেস্টটা ভারত জেতে প্রথম ইনিংসে ৭১ রানে পিছিয়ে থাকার পরও। দ্বিতীয় ইনিংসে শচীন টেন্ডুলকারের অপরাজিত ১৫৫ রানের দুর্দান্ত একই ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ৩৪৮ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দেয় ভারত। কুম্বলে-রাজু-চৌহান স্পিন ত্রিফলায় ১৬৮ রানে অলআউট হয়ে ১৭৯ রানে হারে অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠের ওই সিরিজে ভারত প্রথম দুই টেস্ট জেতার পর অস্ট্রেলিয়া জেতে শেষ টেস্টটি।

ইডেন–রূপকথা

তিন বছর পর আবার যখন অস্ট্রেলিয়া ভারতে গেল, তাদের নামের পাশে ‘অজেয়’ তকমাটা বসে গেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের টানা ১১ টেস্ট জয়ের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে সংখ্যাটাকে ১৫ বানিয়ে ভারতে যায় অস্ট্রেলিয়া। মুম্বাইয়ে প্রথম টেস্টটা জিতে সংখ্যাটাকে ১৬ বানিয়ে ফেলে দলটি। এরপর যা হলো, সেটিকে অকল্পনীয় বললেও কম বলা নয়। যেটিকে এককথায় বলা যায় ‘ইডেন–রূপকথা’। ভারতকে ফলোঅনে ফেলা অস্ট্রেলিয়া তিন দিনের মধ্যেই ম্যাচ জেতার খুব কাছে চলে গিয়েছিল। পরের গল্পটা ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড় ও হরভজন সিংয়ের। তৃতীয় দিনের পুরোটা ব্যাটিং করেন লক্ষ্মণ ও দ্রাবিড়। লক্ষ্মণের ২৮১ ও দ্রাবিড়ের ১৮০ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৫৭ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত।

১৪ বছর পর আবার ভারতে মেসি, কোন রাজ্যে, কোন স্টেডিয়ামে খেলবেন?

আপনজন ডেস্ক: আবার ভারতে আসছেন কিংবদন্তি ফুটবার লিওনেল মেসি। তবে, এবার কলকাতায় নয়। তিনি আসবেন কেরলে। কেরলের ক্রীড়া মন্ত্রী ভি আবদুরহিমান বুধবার ঘোষণা করেছেন যে কিংবদন্তি লিওনেল মেসি-সহ আর্জেন্টিনা ফুটবল দল আগামী বছর একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য সেই রাজ্যে আসবেন। এই ম্যাচটি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার আয়োজন করবে।

সমস্ত আর্থিক সহায়তা রাজ্যের শিল্পমহল দেবে। ২০১১ সালে শেষবার ভারতে এসেছিলেন মেসি। সেবার সল্টলেকের যুব ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলে আর্জেন্টিনা দল। বিশ্বব্যাপী ফুটবল আইকন হিসেবে ভারতে মেসির প্রচুর ফ্যান ফলোয়িং রয়েছে। তাই মেসির আসার খবর ফুটবল ভক্তদের মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস দুটোই কাজ করছে। ২০২৩ সালে প্যারিস সেন্ট-জার্মেই ছেড়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) চলে যান মেসি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের জন্য মার্কিন কিংবদন্তি ল্যান্ডন ডোনোভানের রেকর্ড ছুঁয়েছেন মেসি। কারণ কোয়ালিফায়ারে পেরুকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।

ওই ম্যাচে মেসির নিখুঁজ বাড়ানো বলেই গোল করেন লাউতারো মার্টেনেজ। বক্সের বাঁদিক থেকে মেসির বাড়ানো পাস থেকে বাইসাইকেল কিকে দুরন্ত গোল করেন তিনি।

১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বের আর্জেন্টিনা শীর্ষস্থানে রয়েছে। মেসির নেতৃত্বেই ২০২২ সালের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। এই ঐতিহাসিক অর্জন সত্ত্বেও কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। বরং যত দিন যাচ্ছে ধারাল হচ্ছেন তিনি। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপেও তিনি খেলতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। র সর্বকালের সেরাদের মধ্যে তার স্থানকে শক্তিশালী করে।

জিদান-রোনাল্ডোদের লকার নিলামে, দাম উঠবে কত

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকের জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হয় না। প্রিয় ক্লাবের কোনো ঐতিহাসিক জিনিসপত্র সংগ্রহে রাখার এটাই মোক্ষম সুযোগ। কেমন ঐতিহাসিক, সেটা আগে বলা প্রয়োজন। এই ধরুন জিনেদিন জিদান, লুইস ফিগো, রোনাল্ডো, ডেভিড বেকহাম, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, সের্হিও রামোসরা একসময় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ড্রেসিংরুমে যে লকার ব্যবহার করেছেন, টাকার বিনিময়ে সেটা যদি আপনার হাতে চলে আসে, কেমন হবে? সেই সুযোগটাই করে দিয়েছে রিয়াল।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ১২ নভেম্বর থেকে নিলাম শুরু হয়ে গেছে, চলবে আরও এক সপ্তাহ। প্রতিটি লকারের ভিত্তিমূল্য ১০ হাজার ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ লাখ ৫১ হাজার টাকা)। এখন সর্বোচ্চ কত দাম ওঠে, দেখার বিষয় সেটিই।

ঘরের মাঠ বার্নাব্যু পুনর্নির্মাণের পর ড্রেসিংরুমের কিছু জিনিস নিলামে তুলেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি।

যুক্তরাষ্ট্রের নিলামকারী প্রতিষ্ঠান সথবির মাধ্যমে এগুলো নিলামে তোলা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, ২০০২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করা ২৪টি লকার নিলামে তুলেছে লা লিগা ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। বার্তা সংস্থা এএফপি অবশ্য জানিয়েছে, লকারগুলো ২০০১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বার্নাব্যু পুনর্নির্মাণের সময় এসব লকার সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। নিলামে তোলা লকারগুলোর মধ্যে ২০২১-২২ মৌসুমের লকারও আছে। সেবার করিম বেনজেমা, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, লুকা মদরিচরা মিলে রিয়ালকে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতান।

এএফপি জানিয়েছে, ১২ নভেম্বর থেকে নিলাম শুরু হয়েছে। প্রতিটি লকারের ভিত্তিমূল্য ১০ হাজার ইউরো। এপি জানিয়েছে, লন্ডনে সথবির শো রুমে গত বুধবার থেকে সবার দেখার জন্য লকারগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সথবি ও রিয়াল মাদ্রিদের ‘স্মারক অংশীদার’ পারস্যুট ৩ মার্কেটিং গ্রুপের মাধ্যমে এই নিলাম চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত।

প্রতিটি লকারের সঙ্গে ক্রেতাকে এর নির্ভেজাল প্রমাণে একটি সার্টিফিকেট এবং কোন কোন খেলোয়াড় তা ব্যবহার করেছেন, সেই তালিকাও দেওয়া হবে। সথবি জানিয়েছে, নিলামে পাওয়া অর্থের একটি অংশ রিয়ালের দাতব্য প্রকল্প রিয়াল মাদ্রিদ ফাউন্ডেশনে দেওয়া হবে। নিলামে তোলা অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে রিয়ালের স্টেডিয়াম মোজাইক, যার ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ১২ হাজার ইউরো।

সথবির কালেকশন সেলসের প্রধান জর্জ নর্থ বলেছেন, ‘এই লকারগুলো রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসের অসাধারণ একটি সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা এই প্রথমবারের মতো পুরো লকার রুম কিনে বাজারে নিয়ে এসেছি। রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা এতেই বোঝা যায়।’

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে কথা বলতে পাকিস্তানে যাবে আইসিসি প্রতিনিধিদল

আপনজন ডেস্ক: ইসলামাবাদ, অ্যাবোটাবাদ, নাথিয়াগালি ঘুরে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এখন করাচিতে। ২৬ নভেম্বর আফগানিস্তান সফর দিয়ে শুরু হবে ট্রফিটির বিশ্ব ভ্রমণ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে ঘোরাঘুরি চলমান থাকলেও টুর্নামেন্টটি কবে মাঠে গড়াবে, সেটিই এখনো ঠিক হয়নি। ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাবে না বলে দেওয়ার পর এ নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে আইসিসির একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে বলে খবর দিয়েছে দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

সুনির্দিষ্ট তারিখ ঠিক না হওয়া সফরটি আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে হতে পারে। প্রাথমিক সূচি অনুসারে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। সময় তিন মাসের কম বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত সূচি প্রকাশ করতে পারেনি আইসিসি। কারণ, ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানিয়েছে, সরকার পাকিস্তানে ক্রিকেট দল পাঠাতে রাজি নয়। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিলে অথবা হাইব্রিড মডেলে কিছু ম্যাচ অন্য দেশে আয়োজন করলে ভারত খেলবে বলে দেশটির বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়। তবে গত বছর এশিয়া কাপের বেলায় হাইব্রিড মডেল মেনে নিলেও পাকিস্তান এবার পুরো টুর্নামেন্ট নিজ দেশে আয়োজন করতে অনড়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নাকভি এরই মধ্যে হাইব্রিড মডেলের সম্ভাবনা নাকচও করে দিয়েছেন। পাকিস্তান এখন ভারতকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সব ম্যাচ আয়োজন এবং ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতায় না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইসিসির কাছে ভারতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছে পিসিবি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে চিঠি পাঠানোর পর এরই মধ্যে সপ্তাহও পেরিয়ে গেছে, পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এমন অবস্থায় আইসিসির কর্মকর্তারা পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন বলে খবর দিয়েছে জিও সুপার ও ক্রিকেট পাকিস্তান।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্রের বরাতে দেওয়া খবরে অবশ্য এটিও বলা হয় যে, প্রতিনিধিদলের সফর বিষয়ে আইসিসি থেকে পিসিবির সঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করা হয়নি। তবে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সফরটি হবে বলে জানিয়েছে ওই সূত্র। ক্রিকেট পাকিস্তানের খবরে আরও বলা হয়, আইসিসির প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফরে যাওয়ার আগে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কথা বলবে। সেটি হওয়ার কথা বৃহস্পতিবারেই। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে দ্রুত সমাধানে আসা দরকার আইসিসির নিজের স্বার্থেই। এরই মধ্যে সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আয়োজক ও সূচি বিষয়ে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই যেহেতু আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস, দুই দলের মুখোমুখি ম্যাচ নিয়েও নিশ্চিত হতে চায় সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান। অবশ্য প্রাথমিক সূচি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান এক গ্রুপেই আছে। গ্রুপ ‘এ’-তে এই দুই দলের সঙ্গে আছে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। আর ‘বি’ গ্রুপে আছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান।

তবে ১০০ দিনেরও কম সময় বাকি থাকা টুর্নামেন্টটিকে ঘিরে এখন অচলাবস্থা।

ঝাড়খন্ডের বি ডিভিশন ক্রিকেট লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ভাঙড়ের টিম

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: ঝাড়খন্ডের বি ডিভিশন ক্রিকেট লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। ২১ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার তৃতীয় ম্যাচ জয়ের মাধ্যমে এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তারা। এদিন চ্যাটার্জি গ্রাউন্ডে টসে জিতে বিদ্যাসাগর ক্রিকেট একাডেমি প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান সংগ্রহ করে। ১৭.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রানের জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির ফিরোজ বিট্টু ৫৪ রান করেন। ফিরোজ আলম করেন ৩৫ রান। সুমন ২০ রান করেন। ৩ টি করে উইকেট নেন রিজওয়ান ও তাহাবিব। ২ টি উইকেট নেন ফিরোজ। ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির কোচ আবু বক্কার মোল্লা আপনজন প্রতিনিধি কে বলেন, এখন ফাইনাল জয় করে রাজ্যে ফেরাই আমাদের লক্ষ্য।

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে।
■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে।
■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com

গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
ভর্তির পরীক্ষা
২৪.১১.২০২৪
রবিবার, সকাল ১০টা
ফর্ম ফিলাপ চলছে
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401
ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**